ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছে বিভিন্ন বড় কোম্পানি

সারে-জমিন

৭০০ টাকা দিলেই মিলছে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড!

রূপসী বাংলা

ফিলিস্তিনি-ইসরায়েলিদের একই জগতে বাস সম্ভব?

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক ২০২৪: ভৌত বিজ্ঞান মকটেস্ট

স্টাডি পয়েন্ট

এশিয়ান কাপ: ইরানকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় ফাইনালে কাতার

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
২৪ মাঘ ১৪৩০
২৭ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 38 ■ Daily APONZONE ■ 9 February 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

‘বিজেপির ১০ সাল, অন্যায় কাল’: কালো পত্র প্রকাশ কংগ্রেসের

আপনজন ডেস্ক: মোদী সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং ‘কৃষকদের দুর্দশা’র মতো বিষয়গুলিকে তুলে ধরতে বৃহস্পতিবার কংগ্রেস একটি ‘কালো পত্র’ প্রকাশ করেছে। মোদি সরকার ২০১৪ সালের আগে অর্থনীতির ‘অব্যবস্থাপনা’ নিয়ে সংসদে একটি শ্বেতপত্র পেশ করার আগে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ‘১০ সাল অন্যায় কাল’ শিরোনামে ‘কালো পত্র’ প্রকাশ করলেন।

কংগ্রেস সভাপতি একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমরা সরকারের বিরুদ্ধে একটি কালো কাগজ প্রকাশ করছি কারণ সরকার সর্বদা সংসদে নিজেকে গৌরবান্বিত করে এবং তার ব্যর্থতা গোপন করে। আর তাদের ব্যর্থতা নিয়ে কিছু বললে আমাদের সুযোগ দেওয়া হয় না, তাই আজ আমরা এখানে কালো কাগজ বের করছি। এতে বেকারত্ব সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে, যা বিজেপি সরকার কখনই আলোচনা করে না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করে খাড়গে বলেন, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জওহরলাল নেহরু এবং ইন্দিরা গান্ধির কথা বলেন, কিন্তু বিজেপি এখন শাসন করছে এবং তাদের জবাব দেওয়া উচিত তারা কী করেছে।

মোদির গ্যারান্টি ছিল ২ কোটি চাকরি দেওয়া এবং কৃষকদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সুনিশ্চিত করা ও এখন প্রধানমন্ত্রীর বলা উচিত যে তিনি এটি করতে পারবেন না। বরং তিনি নতুন গ্যারান্টি নিয়ে এসেছেন বলে কংগ্রেস সভাপতি মন্তব্য করেন। দেশে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে বলে মন্তব্য করে খাড়গে বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি তা কমানোর পরিবর্তে কংগ্রেসের সঙ্গে তুলনা করে চলেছেন। মোদি সরকার চাইলে ডাল, তেল-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদি বন্ধুদের উপকারের জন্য বাইরে থেকে জিনিস আমদানি করেন। কংগ্রেস ২০২৪ সালে তারা দেশকে বিজেপির ‘অবিচারের অন্ধকার’ থেকে বের করে আনবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

গতবারের তুলনায় বৃদ্ধি ৪০০ কোটি টাকা

রাজ্যে সংখ্যালঘু খাতে অর্থ বরাদ্দ ৫,৫৩০ কোটি টাকা

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের রাজ্যে বাজেটে সংখ্যালঘু খাতে বরাদ্দ বাড়ল চারশো কোটি টাকারও বেশি। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বৃহস্পতিবার অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫,৫৩০.৬৫ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সংখ্যালঘু খাতে বরাদ্দ ছিল ৫১১৬.৯৯ কোটি টাকা।

বৃহস্পতিবার ২০২৪-২৫অর্থ বর্ষের বাজেটে বরাদ্দের জন্য দাবিসমূহের অন্তর্গত দফতরওয়ারি প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ পুস্তিকায় সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে বরাদ্দের সবিস্তার তথ্য দেওয়া হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি, ওবিসি ও সংখ্যালঘু কল্যাণ খাতের আওতায় দরগাহ কমিটির তত্ত্বাবধানে দরগাহ শরিফের পরিকাঠামো খাতে ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রধান খাতে ২০২৩-২৪ সালের সংশোধিত বাজেটে ৪৫ কোটি ১১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ২০২৪-২৫ বর্ষে তা বেড়ে হয়েছে ৪৭ কোটি ৯৮ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের জন্য ৫ কোটি ৫৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের জন্য এক কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা, ডিরেক্টরেট অফ মাদ্রাসা এডুকেশনের জন্য ১ কোটি ৩ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা, জেলায় সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের হস্টেল নির্মাণের জন্য ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। অবশ্য ২০২৩-২৪ বর্ষে এনজিও-র আওতাধীন ছাত্র-ছাত্রী হস্টেলের জন্য কোনও বরাদ্দ নেই। তবে, সরকার পোষিত মাদ্রাসা বা স্কুলের হস্টেলে থাকা ছাত্রছাত্রীদের ভাতা হিসেবে ১৪ কোটি টাকা, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ট্যালেন্ট সাপোর্ট খাতে ও কম্পিউটারাইজেশনের জন্য ১২০১ কোটি টাকা, প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের স্কুল ইউনিফর্ম, জুতোর জন্য ৮০ কোটি টাকা, কলকাতা মাদ্রাসার জন্য ১০ লক্ষ টাকা, মাদ্রাসার ছাত্রীদের উৎসাহ ভাতা খাতে ২০ কোটি টাকা, উর্দু ভাষার প্রসারের জন্য ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, মাদ্রাসা ভবনের সংস্কারের জন্য ১২ কোটি টাকা, জৈন সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের বৃত্তির জন্য ১০ লক্ষ টাকা, আন এডেড মাদ্রাসায় বিজ্ঞান সামগ্রীর জন্য ১০০ কোটি টাকা, পশ্চিমবঙ্গ পাহাড়িয়া সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের জন্য ১৯ লক্ষ ৬ হাজার টাকা, পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডের জন্য ১৬২ কোটি ৮৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের জন্য ৭ কোটি ১৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা, বিত্ত নিগমকে শক্তিশালী করতে আরও ২ কোটি টাকা, ওয়াকফ সম্পত্তির উন্নয়নের জন্য ১৬ কোটি টাকা, কারমাইকেল ও বেকার হস্টেলের সংস্কার ও বর্ধিতকরণের জন্য ৬০ লক্ষ টাকা, সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে ১৫০ কোটি টাকা, সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের সাইকেল দেওয়ার জন্য ২২০ কোটি টাকা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ কমিটির জন্য ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৩ হাজার টাকা, মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য ১০৫ কোটি টাকা,রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের জন্য ৭৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, পরিত্যক্ত মুসলিম মহিলাদের আবাসন সহ বিভিন্ন খাতে ৩২০ কোটি টাকা, সংখ্যালঘু সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ কেন্দ্র নির্মাণে ২০ কোটি টাকা। প্রভৃতি। ২০২৩-২৪ শিক্ষা বর্ষের মতো ২০২৪-২৫ বর্ষেও মুসলিমদের কবরস্থানের প্রাচীর নির্মাণের জন্য কোনও বরাদ্দে করা হয়নি।

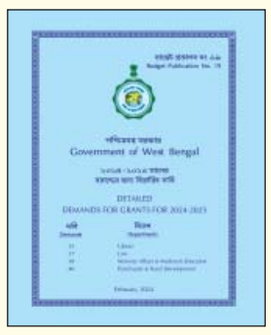

বাজেট বরাদ্দ

২০২৩-২৪ বর্ষে

▶ সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ৫১১৬.৯৯ কোটি টাকা।

২০২৪-২৫ বর্ষে

▶ সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ৫৫৩০.৬৫ কোটি টাকা।

বাজেট ২০২৪-২৫ সংখ্যালঘু বরাদ্দ

▶ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৪৭ কোটি ৯৮ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা।

▶ আন এডেড মাদ্রাসার সহায়তায় জন্য ১০০ কোটি টাকা।

▶ পশ্চিমবঙ্গ পাহাড়িয়া মাইনোরিটি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের জন্য ১৯ লক্ষ ৬ হাজার টাকা।

▶ রাজ্য হজ কমিটির জন্য ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৩ হাজার টাকা।

▶ ওয়াকফ বোর্ডের জন্য ১৬২ কোটি ৮৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা।

▶ পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের জন্য ৫ কোটি ৫৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা।

▶ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের জন্য ৭ কোটি ১৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা।

▶ মাদ্রাসায় ছাত্রীদের উৎসাহ ভাতা ২০ কোটি টাকা।

▶ মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য ১০৫ কোটি টাকা।

▶ জেলায় সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের হস্টেল নির্মাণের জন্য ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৩ হাজার টাকা।

▶ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ট্যালেন্ট সাপোর্ট প্রকল্পে ১২০১ কোটি টাকা।

▶ আন এডেড মাদ্রাসায় বিজ্ঞান সামগ্রীর জন্য ১০০ কোটি টাকা।

▶ মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য ১০৫ কোটি টাকা।

▶ সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের সাইকেল বিলির জন্য ২২০ কোটি টাকা।

▶ উর্দু ভাষার প্রসারে ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

▶ কারমাইকেল ও বেকার হস্টেল সংস্কার ও বর্ধিতকরণের জন্য ৬০ লক্ষ টাকা।

▶ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের জন্য ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা।

▶ওয়াকফ সম্পত্তির উন্নয়নের জন্য ১৬ কোটি টাকা।

▶ সংখ্যালঘু সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ কেন্দ্র নির্মাণে ২০ কোটি টাকা।

**আপনজন গ্রাফিক্স*

ভোটমুখী বাজেট মমতার

নতুন প্রকল্প ‘কর্মশ্রী’ ‘সমুদ্রশ্রী’, বাড়ল ৪ শতাংশ ডিএ

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যেও আগামী লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার জনমোহিনী রাজ্য বাজেটে একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করল বৃহস্পতিবার। এদিন বিধানসভায় বাজেট বক্তৃতা পেশ করেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৩,৬৬,১১৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বাজার থেকে ঋণের পরিমাণ ৭৩,০০০ কোটি টাকা (আনুমানিক ৭৮,৯৪৬.৪৯ কোটি টাকা থেকে সংশোধিত)। আগামী অর্থবর্ষে এই বাজার থেকে ৭৯,৭২৭ কোটি টাকা তোলার আশা করছে সরকার। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বাংলার ঋণের বোঝা বেড়ে দাঁড়াবে ৬,৯৩,২৩১.৬৬ কোটি টাকা। রাজ্যের অর্থ দফতরের দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, মোট মূলধনী ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক ঋণ পরিশোধে ব্যয় করা হয়েছিল। ৬,২,১৭০.৮৯ কোটি (২০২৩-২৪ সালের সংশোধিত অনুমান) এর মধ্যে ৩০,৬৩১.৪২ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধে ব্যয় করা হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে বাংলার মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬,৩০,৭৮৩.৫০ কোটি টাকা। ২০১১ সালে যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়, তখন রাজ্যের ঋণের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। তার পর থেকে ১৩ বছরে রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্য আরও দুর্বল হয়েছে।

এদিন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রাজ্যের যে বাজেট পেশ করেন তাকে জনমোহিনী বলা যায়। রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য অতিরিক্ত চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা, মৎস্যজীবীদের জন্য পৃথক তহবিল, লক্ষ্মী ভান্ডারের অধীনে মহিলাদের আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি, শিক্ষানবিশ শিক্ষানবিশ, কারিগর এবং তাঁতিদের জন্য ন্যূনতম ৫০ দিনের কাজের গ্যারান্টি ঘোষণা ছাড়াও কর্মশ্রী নতুন প্রকল্প চালু হচ্ছে বেকারদের জন্য। ১০০ দিনের কাজ করে যারা টাকা পায়নি তাদের জন্য কর্মশ্রী প্রকল্প। ৫০ দিনের কাজের দিবস তৈরি রাজ্যের। ১০০ দিনের শ্রমিকের বকেয়া মেটাতে রাজ্য বাজেটের ৩৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অবসরকালীন সময়ে যে পুলিশরা ২ বা ৩ লক্ষ টাকা অবসরকালীন সুবিধা পেতেন তারা সেটা ৫ লক্ষ টাকা করে পাবেন। বাজেটে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগে ব্যয় বরাদ্দ ২.২৭০.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ। সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ৫.৫৩৯.৬৫ কোটি টাকা। এবার মাধ্যমিক পাশের পরে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হলেই মিলবে স্মার্টফোন বা ট্যাব। রাজ্যের মহিলাদের কাছে জনপ্রিয় প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাতা বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। সাধারণ মহিলাদের জন্য ৫০০ থেকে বেড়ে হল ১০০০ টাকা। এসসি এসটি ক্ষেত্রে তা বেড়ে হল ১২০০। সেই সঙ্গে ভিলেজ, গ্রিন, সিভিক পুলিশদের ভাতাও ১ হাজার টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। আগামী মে মাস থেকে বর্ধিত এই ভাতার অঙ্ক কার্যকর করা হবে। সেই সঙ্গে বছরে ২ মাসের জন্য মৎস্যজীবীদেরও ৫ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্য বাজেটে।আগামী অর্থবর্ষে, লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে সর্বাধিক বরাদ্দ রয়েছে ১৪,৪০০.০৫ কোটি টাকা। কন্যাশ্রী প্রকল্পের অধীনে, যা মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করে তার জন্য ১৩৭৪.৫০ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে।টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। রাজ্য বাজেটে ‘পথশ্রী-৩’ প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই প্রকল্পে আরও ১২ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তার সংস্কার ও নির্মাণ করা হবে। বরাদ্দ করা হয়েছে ৩,৮৬৮ কোটি টাকা। ৬টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক করিডোর গড়ে তোলা হচ্ছে। ডানকুনি থেকে খড়গপুর রঘুনাথপুর, কল্যাণী ডানকুনি, ডানকুনি তাজপুর, পানাগড় কোচবিহার, খড়গপুর মুর্শিদাবাদ। আরও একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হচ্ছে যার নাম হল সমুদ্রসাথী প্রকল্প। মৎস্যজীবীরা নানা প্রতিকূলতারে মধ্যে সমুদ্রে যান মাছ ধরতে। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই দুই মাস প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা করে পাবেন। এর ফলে প্রায় ২ লক্ষ মৎস্যজীবী উপকৃত হবেন।

আল-আমীন মিশন

উচ্চতায় অদ্বিতীয়, উজ্জ্বলতায় অম্লান

Al-Ameen Mission 38 Years in service to the society

একাদশ শ্রেণিতে (বিজ্ঞান বিভাগ) ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

NEET (মেডিকেল) এবং JEE (ইঞ্জিনিয়ারিং) বিশেষ কোচিংসহ

বেলপুকুর ক্যাম্পাস, দক্ষিণ দিনাজপুর
খলিসানি ক্যাম্পাস, হাওড়া
পাঁচুড় ক্যাম্পাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
উলুবেড়িয়া ক্যাম্পাস, হাওড়া
বজবজ ক্যাম্পাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
লালবাগ ক্যাম্পাস, মুর্শিদাবাদ

Scan QR

ফর্মপূরণ চলছে অনলাইন-এ
www.alameenmission.org

যোগ্যতা
২০২৪-এর মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষার্থী

শেষ তারিখ আগামী কাল
১০ ফেব্রুয়ারি, শনিবার

প্রবেশিকা পরীক্ষা
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, রবিবার

যোগাযোগ (সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টে)
৭৪৭৯০ ২০০৫৯; ৭৪৭৯০ ২০০৬৬

খলতপুর ক্যাম্পাস, হাওড়া
নয়াবাজ ক্যাম্পাস, হাওড়া
মেমারি ক্যাম্পাস, পূর্ব বর্ধমান
মালদা ক্যাম্পাস, মালদা
সূর্যপুর ক্যাম্পাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পাপুড়ি ক্যাম্পাস, বীরভূম

সাফল্য: এক নজরে ২০২৩

বিগত ৩ বছরের সাফল্য নিট ইউ জি (মেডিকেল)

বছর	৬০০ নম্বর এবং তার ওপর	৫৯০ নম্বর এবং তার ওপর	৫৮০ নম্বর এবং তার ওপর	৫৫০ নম্বর এবং তার ওপর
২০২৩	২৭৫	৩৪৯	৪২৭	৬২৭
২০২২	২৩১	৩০৯	৩৭৪	৫৫০
২০২১	১৪০	১৮৯	২৩৫	৪০৮

উচ্চ-মাধ্যমিক ২০২৩

পরীক্ষার্থী		৯০%	৮০%	৭০%
ছাত্র	১২৩৯	১৪৫	৮৪১	১১৪৮
ছাত্রী	৮৫৪	৯২	৫৫৮	৭৯৮
সর্বমোট	২০৯৩	২৩৭	১৩৯৯	১৯৪৬

মাধ্যমিক ২০২৩

পরীক্ষার্থী		৯০%	৮০%	৭০%
ছাত্র	১৪৯৮	৩১৮	১০২০	১৩৬১
ছাত্রী	৬৮৫	১২৯	৩৯৪	৫৫৪
সর্বমোট	২১৮৩	৪৪৭	১৪১৪	১৯১৫

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬
সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬, ৭৪৭৯০ ২০০৭৯

গ্রেফতার ভাঙড়ের ‘বেতাজ বাদশা’ আরাবুল

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: গ্রেফতার হলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের ‘বেতাজ বাদশা’ খ্যাত তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার আরাবুল ইসলামকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কলকাতা পুলিশের ভাঙড় ডিভিশনের উত্তর কাশিপুর থানার পুলিশ এই নেতাকে গ্রেফতার করে। সূত্র মারফত জানা গেছে ভাঙড় এলাকা থেকেই গ্রেফতার হন আরাবুল ইসলাম। উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করলেও আরাবুল ইসলামকে কাশীপুর থানায় না রেখে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে। প্রশাসনিক বোদ্ধারা মনে করছেন, আরাবুল ইসলামের মতো ‘দোর্দণ্ডপ্রতাপ’ নেতাকে গ্রেফতার করে স্থানীয় থানায় রাখা ঝুঁকির। বিক্ষোভ-আন্দোলনের সম্ভাবনা থাকে। ঝুঁকি না নিয়ে তাই লালবাজারে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার তাকে বারুইপুর আদালতে তোলা হবে।

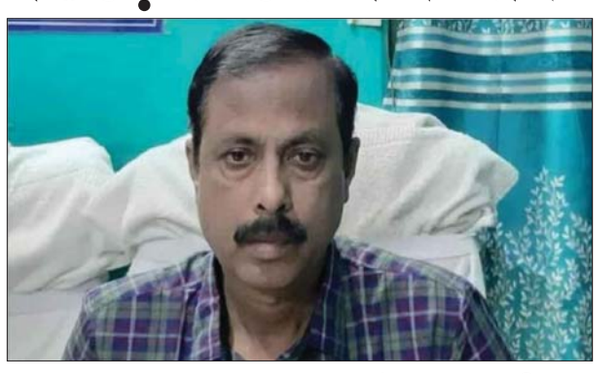

উল্লেখ্য, ২০২৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনে বোম-গুলির লড়াইয়ে জড়ায় আইএসএফ-তৃণমূল। সেখানে উভয় দলের একাধিক কর্মী-সমর্থক খুন হন। আইএসএফ কর্মী মহিউদ্দিন মোল্লা খুনের অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। মামলায় নাম ছিল আরাবুল ইসলামের। সূত্রের খবর সেই খুনের মামলার ভিত্তিতেই গ্রেফতার হয়েছেন আরাবুল ইসলাম।

এছাড়াও ভাঙড় ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে তোলা বাজির পুরানো অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে। সব মিলিয়ে আরাবুল ইসলামের গ্রেফতারির নির্দিষ্ট কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এই ঘটনায় রাজনৈতিক গুঞ্জন শুরু হয়েছে গোটা ভাঙড় এলাকায়। আরাবুল ইসলামের গ্রেফতারি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে সিপিআইএম নেতা তুষার ঘোষ ‘আপনজন’ প্রতিনিধিকে বলেন, ‘দীর্ঘদিন পর আরাবুল ইসলাম কে গ্রেফতার করা হল। এবার মিথ্যা মামলায় ভাঙড়ে বিরোধীদের গ্রেফতার করা হতে পারে।’ অপরদিকে, তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, পুলিশ রাজধর্ম পালন করেছে।

প্রথম নজর

রূপনারায়ণে নৌকাডুবি, নিখোঁজ ৬

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বাগনানের রূপনারায়ণ নদে নৌকাডুবি, এখনো নিখোঁজ ৬। পিকনিক সেরে ফেরার পথে ঘটে দুর্ঘটনা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বাকসীহাটের কাছে রূপনারায়ণ নদের উপর ওই নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। কমপক্ষে ৬ জন এখনো নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর এদিন হাওড়ার বেলগাছিয়া সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে একটি দল পিকনিক করতে বাকসীহাটের অপরপ্রান্ত দুধকোমরার ত্রিবেণী পার্কে এসেছিল। ফেরার পথে আচমকাই নৌকাটি উল্টে যায়।বিষয়টি জানতে পেরে মাঝিরা উদ্ধার করতে নামেন। এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কমপক্ষে ৬ জন নিঁখোজ বলে জানা গিয়েছে। অতিরিক্ত যাত্রী ও হৈ-হুল্লোড়ের ফলে এই বিপত্তি বলে মনে করছে স্থানীয়রা। অন্যান্যদের মতো লিলুয়ার বেলগাছিয়ায় কুঞ্জপাড়া থেকেও বেশ কয়েকজন পিকনিকে গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

ফেলে আসা অ্যাডমিট কার্ড দিলেন পুলিশ

আসিফা লস্কর ● নামখানা

আপনজন: জীবনের প্রথম সবথেকে বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার এই অংক পরীক্ষার দিনে নামখানা নারায়ণ বিদ্যামন্দিরের স্কুল পড়ুয়া পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছানোর পর তারা দেখে তাদের বাড়িতে ফেলে এসেছে অ্যাডমিট কার্ড, তখনই তড়িঘড়ি করে কর্মরত নামখানা থানার পুলিশ প্রশাসনকে জানাই ও ওই দুই স্কুল পড়ুয়া তার পরিবারের লোকজনকে জানায় নামখানা থানার ভারপ্রাপ্তব ওসি বিভাস সর্দারের তত্ত্বাবধনে একটি কর্মরত সিভিক ভলেন্টিয়ার ও অফিসাররা তার বাড়িতে পৌঁছায় এবং খুব দ্রুত নামখানা হাই স্কুলে তাদের বাড়ি থেকে এডমিট কার্ড পৌঁছে দিস স্কুল পড়ুয়াকে পরীক্ষা বসিয়ে দেয়, এই স্কুল পড়ুয়াদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসিয়ে দেওয়ায় পুলিশ প্রশাসনের উপর খুব খুশি তার পরিবারের লোকজন পরিবার সূত্রে জানা গেছে ওই দুই স্কুল পড়ুয়া নাম শুকরিয়া দাস, মধুরিমা জানা।

দালাল চক্রকে ৭০০ টাকা দিলেই মিলছে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড!

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ৭০০ টাকা দিলেই মিলবে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড। কার্ডের ছবি তোলার জন্য কোন লাইনও দিতে হবে না। দালালচক্র সক্রিয় মানিকচকে। তাও আবার একেবারে ব্লক অফিস চত্বরে। এমনই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক শোরগোল পর এলাকায়। স্বাস্থ্য সাথী কার্ড করতে এসে খালি হাতেই ফিরে যেতে হয় অনেক উপভোক্তাকে। তাদের দাবি দালালদের ৭০০ টাকা দিলেই তারা হাতে পেতো স্বাস্থ্য সাথী কার্ড। তবে এই বিষয়ে তেমন কোন হেলদোল নেই প্রশাসনের। ঘটনাটি কানে শুনলেও লিখিত অভিযোগ না হওয়ায় কোন রকম পদক্ষেপ গ্রহণই করেন নি ব্লক প্রশাসন।

ঘটনা সম্পর্কে জানাগেছে,বিগত দুইদিন ধরে মানিকচক ব্লক কমিউনিটি হলে ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগের স্বাস্থ্য সাথী কার্ড প্রদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।এদিন এই শিবিরে ধরমপুর, নূরপুর ও মানিকচক অঞ্চলের বেশ কিছু বাসিন্দা কার্ড করতে আসলে তাদের আবেদনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে বলে শিবির থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। তবে এই শিবির থেকে বেরোতেই বেশ কিছু দালাল তাদের দেখতে পেয়ে বলে ৭০০ টাকা দিলেই তাদের তৎক্ষণাৎ স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড করে দেওয়া হবে। রীতিমতো হতভম্ব হয়ে পড়েন উপভোক্তারা। পরবর্তীতে এই ঘটনা জানাজানি হতেই সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের দেখে সেখান থেকে চম্পট দেয় দালালরা। স্বাস্থ্য সাথী কার্ড তৈরিতে ব্লক অফিস চত্বরে যে দালাল চক্র সক্রিয় সেই বিষয়ে তারা স্পষ্ট দাবি জানিয়েছেন।

নুপুরের গৃহবধূ আশা খাতুন বলেন, আমরা সকাল থেকেই স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছি।কিন্তু আমাদের আবেদনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বলে আমাদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ব্লক চত্বরে থাকা দালালেরা বলেন টাকা দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

৭০০ টাকা দিলেই হবে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড। কিন্তু আমাদের কাছে টাকা না থাকায় আমরা কার্ড করতে পারলাম না।

চার দিনে ৩৩ জুয়াড়ি গ্রেফতার ভগবানগোলায়

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: চার দিনে ৩৩ জন জুয়ারিকে গ্রেফতার করলো ভগবানগোলা মহকুমা পুলিশের তিন থানা। সপ্তাহখানেক আগে ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ডঃ উত্তম গড়াই। এর আগে ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ছিলেন সমীর আহমেদ (আইপিএস)। তাকে জলপাইগুড়ি গ্রামীনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার করে পাঠানো হয়েছে। তার জায়গায় ভগবানগোলা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক হিসেবে দায়িত্বে এসেছেন ডঃ উত্তম গড়াই। এর আগে তিনি ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ছিলেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তার সক্রিয়তায় মহকুমা পুলিশের অধীনস্থ তিনটি থানায় বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িত অপরাধীদের রেকর্ড হারে গ্রেপ্তার করা হয়। গত চার দিনে ভগবানগোলা মহকুমা পুলিশের অন্তর্গত তিনটি থানা ভগবানগোলা, লালগোলা এবং রানিতলা থেকে ৩৩ জন জুয়ারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার প্রায় ১৬ হাজার টাকা সহ ৯ জনকে গ্রেফতার করে রানীতলা থানার পুলিশ, মঙ্গলবার ১৬ হাজার টাকা সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করে ভগবানগোলা থানার পুলিশ, একইদিন রানীতলা থানার পুলিশ ১৯ হাজার টাকা সহ ১৫ জনকে গ্রেফতার করে, বৃহস্পতিবার ১৪ হাজার টাকা সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করে লালগোলা থানার পুলিশ। অন্যদিকে বুধবার লালগোলা থানার পুলিশ ৪০০ গ্রাম হেরোইন সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিনামূল্যে অটো পরিষেবা অটোচালক চিরঞ্জিতের

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রথম দিন থেকেই তিনি এই পরিষেবা দিতে শুরু করেছে। পেশায় তিনি একজন অটো চালক। তিনি নিজে আর্থিক সমস্যার কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারিনি। তাই আজ যাতে কোনও পরীক্ষার্থী টাকার অভাবে বা সময়ের অভাবে পরীক্ষা দিতে যেতে অসুবিধায় না পড়ে, তাই আমি এই পরিকল্পনা নিয়েছি। আজ থেকে যতদিন এই মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে, ততদিন বিনামূল্যে তাদের পরীক্ষা সেন্টারে পৌ পৌঁছে দিচ্ছে। সকাল ৭ টা থেকে দুপুর ৩ টে পর্যন্ত এই পরিষেবা দিচ্ছে ওই অটো চালক। নির্দিষ্ট কোনও ছাত্র বা ছাত্রী নয়, সকল পরীক্ষার্থীদের জন্যই এই পরিষেবা দেওয়া হবে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে চিরঞ্জিত।

তিনি সরবেড়িয়া টিএস সনাতন বিদ্যালয়ে তিনি পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে এর বেশি তিনি আর পড়াশোনা করতে পারেনি। বাড়িতে রোজগার করার মতো তিনি ছাড়া আর কেও নেই। বাড়িতে বাবা মা, স্ত্রী ও এক ছেলে রয়েছে। আর্থিক অনটনের মধ্যেও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য এই পরিষেবা তিনি দিয়ে আসছে এবং আগামী দিনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদেরও বিনা মূল্যে অটোর পরিষেবা দেবেন তিনি এমনটাই জানিয়েছেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে এলাকার শুভবুদ্ধি মানুষ থেকে শুরু করে সমস্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার অভিভাবকরা এই অটোচালককে এই উদ্যোগ নেয়ার জন্য তাকে সাধুবাদ জানিয়েছে।

পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণের মান নিয়ে অভিযোগ, পিচের চাঙড় তুলে প্রতিবাদ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণের মান নিয়ে অভিযোগ, হাতে করে পিচের চাঙড় তুলে প্রতিবাদ স্থানীয়দের। দুর্নীতির অভিযোগ বিরোধীদের ।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মহকুমা এলাকায় আগেই পথশ্রী প্রকল্পে তৈরি একাধিক রাস্তার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে পথে নেমেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এবার সেই একই ছবি দেখা গেল বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে। বাঁকুড়ার রানীবাঁধ ব্লকে পথশ্রী প্রকল্পে নির্মীয়মান রাস্তার মান নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা শুধু প্রশাসনকে লিখিত অভিযোগ জানালেন তাই নয়, নির্মীয়মান রাস্তায় দেওয়া পিচের চাঙড় খালি হাতেই তুলে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হলেন তাঁরা।

সম্প্রতি বাঁকুড়ার রানীবাঁধ ব্লকের তুংচাঁচড় থেকে বাবুইবহড়া পর্যন্ত ২.২ কিলোমিটার রাস্তা পাকা করার কাজ শুরু হয় পথশ্রী প্রকল্পে। মুখ্যমন্ত্রীর সাধের এই প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই রাস্তা নির্মাণের মান নিয়ে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে এলাকার মানুষের মধ্যে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকা সংস্থাকে স্থানীয়রা বললেও কোনো লাভ হয়নি। স্থানীয়দের দাবী নিয়ম থাকলেও প্রকল্পের নাম, বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ সহ প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত বোর্ডও টাঙানো হয়নি এলাকায়। সম্প্রতি ওই রাস্তায় পিচ দেওয়ার কাজ শুরু করতেই এলাকার মানুষের ক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ে। স্থানীয়রা পিচ ঢালা রাস্তার অংশে জমায়েত হয়ে দেখেন হাতের চাপেই উঠে আসছে পিচের চাঙড়। সাইকেলের ব্রেক কষলেও চাকার সঙ্গে আটকে যাচ্ছে রাস্তার পিচ। এরপরই রাস্তার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে স্থানীয় ব্লক প্রশাসনকে লিখিত অভিযোগ জানান এলাকাবাসী। পাশাপাশি রাস্তা থেকে হাতে করে পিচের চাঙড় তুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। এই ঘটনাকে ঘিরে রানীবাঁধ ব্লক জুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিরোধী দলের দাবিসমস্ত প্রকল্পের মতো এই প্রকল্পেও রাজ্যের শাসক দলের মদতে দুর্নীতি হয়েছে। তার জেরেই এত নিম্নমানের রাস্তা তৈরিকরছে বরাত পাওয়া ঠিকা সংস্থা। শাসক দলের মদতে দুর্নীতির অভিযোগ না মানলেও নির্মীয়মান রাস্তার মান যে অত্যন্ত খারাপ তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে তৃনমূল। সংশ্লিষ্ট ঠিকা সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে তৃণমূল।

রাজ্য বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের

ইসরাফিল বৈদ্য ● কলকাতা

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্য অর্থ বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। টানাটানির সংসারে কীভাবে বরাদ্দ এবং ঘাটতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবেন, সেদিকেই নজর আছে অর্থনৈতিক মহলের। এমনিতেই লক্ষ্মীর ভান্ডার, কৃষক বন্ধু, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, রূপশ্রীর মতো একাধিক সামাজিক প্রকল্পের জন্য রাজ্যকে একটা বড় অঙ্কের টাকা বরাদ্দ করতে হয়। তারইমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার একশো দিনের কাজের মজুরি 'না দেওয়ায়' ২১ লাখ শ্রমিককে নিজেরাই টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। আর সেটার জন্য কমপক্ষে ৩,০০০ কোটি টাকা লাগবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা। বিপুল ঋণের বোঝা নিয়ে সেই বাড়তি টাকা কোথা থেকে আসবে, সেটারও উত্তর খুঁজতে হবে অর্থমন্ত্রীকে। তারই মধ্যে এবার রাজ্য বাজেটে আমজনতার জন্য একগুচ্ছ সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করেছে। ১.৫ লাখের সিভিক ভলান্টিয়ার, সিভিক পুলিশ, গ্রিন পুলিশদের ভাতা বাড়ানো হচ্ছে। নিউ টাউন ও বিমানবন্দরে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে মেট্রোপলিটন ও মহিষবাথানের মধ্যে চার লেনের সাত কিলোমিটার ফ্লাইওভার তৈর করা হবে। তিন বছরের মধ্যে সেই প্রকল্প শেষ করা হবে। দামোদরের উপর শিল্পসেতু তৈরি করা হবে। ৬৪০ মিটারের সেতু। যে সেতুর ফলে প্রচুর স্থানীয় মানুষ উপকৃত হবে। তিন বছরের মধ্যে সেতু তৈরি করা হবে। ২৪৬ কোটি আনুমানিক ব্যয়। চার লেনের সেতু তৈরি করা হবে। মুড়িগঙ্গা থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত ৩.১ কিলোমিটারের ব্রিজ তৈরি করা হবে। সেই ব্রিজের নাম হবে গঙ্গাসাগর সেতু। যে সেতুর ফলে মানুষ সহজেই গঙ্গাসাগরে যেতে পারবেন।

বৃহস্পতিবার সপ্তম দিনে রেড রোডের ধর্না মঞ্চ থেকে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে তীব্র কটাক্ষ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিনের বিশ্বস্ত সহকর্মী তথা কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তিনি রাজ্য বাজেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি শ্রী সুব্রত বক্সী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আয়োজক কমিটির সদস্যদের। সহ-সভাপতি শ্রী জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন এভাবেই ময়দানে থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা মানুষের জন্য কাজ করে যাবে।বৃহস্পতিবার ধর্না মঞ্চের অন্যতম সংগঠক সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি মোশারফ হোসেন বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন বাস্তবে দেখা যায়।তাই বাংলার আপামর মানুষের সাথে সাথে সংখ্যালঘুরা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আছে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন এর রাজ্য সভাপতি একেএম ফারহাদ বলেন মা মাটি মানুষের দলকে শক্তিশালী করতে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ। এদিন ধর্না মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখেন সাংসদ সুনীল মন্ডল, মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, বীরবাহা হাসদা, জ্যোৎসনা মান্ডি, এসসি সেলের তাপস মন্ডল, সংখ্যালঘু ফরিদ খান, এহতেশামুল হক, বিজলী রহমান, নওসাদ আলম প্রমুখ।

শবে মেরাজের রাতে মাড়গ্রামে সূচনা গউসুল আজম মসজিদের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: ইসলামিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৭ শে রজব পবিত্র শবে মেরাজ। আর সেই পবিত্র রাতের সন্ধিক্ষণে বীরভূম জেলার মাড়গ্রাম খানকাহ-এ-কাদেরিয়ায় অবস্থিত মসজিদুল গউসুল আজম-এর উদ্বোধন হল বুধবার। পীর কাদেরিয়া তরিকতের প্রতিষ্ঠাতা গউসুল আজম দস্তেগীর আব্দুল কাদের জিলানী নামের সাথে সম্পৃক্ত এই পবিত্র মসজিদটি। তাঁরই ২৩ তম বংশধর হযরত সৈয়দ শাহ ইয়াসুফ আলী আল কাদেরী আল বাগদাদি এই পবিত্র মসজিদের উদ্বোধন করেন ।

উল্লেখ্য গত ২০১৫ সালের ৪ ই আগস্ট উক্ত মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তাদেরবংশের সাজ্জাদানশীন হযরত সৈয়দ শাহ রশীদ আলী আল কাদেরী আল বাগদাদী। মাড়গ্রামে অবস্থিত খানকাহ-এ-কাদেরিয়া সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে বিস্তারিত বিবরণ দেন চৌধুরী ইফতেজাহুল হক। তিনি বলেন খানকাহ-এ-কাদেরিয়া এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব ধরনের মানুষ এখানে আসেন, ভক্তি নিয়ে আসেন। ইসলাম বিশারদরা বরছেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাককে কুরআনে বলা হচ্ছে রহমাতুল্লিল আলামিন। অর্থাৎ তিনি শুধু মুসলিমদের জন্য নন, সমগ্র জগতের জন্য,সমগ্র জগতের জন্য কল্যাণ স্বরূপ। এই একই ধারা তার বংশধরদের মধ্যে- যাদেরকে কুরআনে আহলে বায়াত বলা হয়েছে। নবীর যারা বংশধর,নবীর যারা আত্মীয় তারাই হচ্ছেন আহলে বায়াত, আহলে রসূল। তাদের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য সমানভাবে চলে আসছে। কারবালা শরীফের পর থেকে ইসলামের দুটি ধারা চলে আসছে। সুফিবাদ যারা হযরত মোহাম্মদ এর বংশধর, তারা সুফি সাধনার ধারক-বাহক। তারা কিন্তু ইসলামের শান্তি সম্প্রীতির আদর্শকে ধরে রেখেছেন। আরেকটা যারা এখান থেকে দূরে সরে গেছেন তারা ইসলামকে নানাভাবে বিকৃত করছেন বলে অভিমত প্রকাশ করলেন চৌধুরী ইফতেজাহুল হক।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দুর্গাপুরের রাস্তায় বাঘরোল!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান

আপনজন: রাস্তায় বসে বাগরোল। অসুস্থ ভেবে অনেকে গাড়ি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। উদ্ধার করতে এসে বাগরলের কামড়ে আক্রান্ত হতে হল বনদপ্তরের কর্মীকে, আক্রান্ত হলো আরও এক স্থানীয় যুবক। হইচই পড়ে গেল এলাকা জুড়ে। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার লাগোয়া কলাবাগান বস্তি হয়ে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মাঝে বসে বাঘরোল। বাইক এবং চারচাকা থামিয়ে এই বন্যপ্রাণীকে দেখতে ভিড় জমান অনেকে। স্থানীয়রাও ভিড় জমান। খবর দেওয়া হয় দুর্গাপুর বনবিভাগে। বনদপ্তরের কর্মীরা জাল ফেলে বাগরোলটিকে ধরার চেষ্টা করে। তখনই বনদপ্তরের কর্মী পঙ্কজ রায়ের হাতে কামড় বসায় ওই বাগরোলটি। ধারাল নখে যখন হয় স্থানীয় এক যুবক রাহুল বাউড়িও। প্রায় এক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় বনদপ্তরের জালে ধরা পড়ে। বনদপ্তরের কর্মী পঙ্কজ রায় বলেন, এই জঙ্গলে বিলুপ্তপ্রায় বহু বন্যপ্রাণী রয়েছে। তাঁরা খবর পেয়ে বাগরোলটিকে উদ্ধার করতে আসেন। উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি এবং স্থানীয় এক যুবক জখম হন।

জানালার গ্রিল ভেঙে ফেলে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন:জানালার গ্রীল ভেঙ্গে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাটের পরানপুর তালতলা মোড় এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। বাড়ির মালিক মিঠু সরকারের দাবি নগদ আড়াই লক্ষ টাকা সহ বেশ কয়েক ভরি সোনা নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুস্কৃতিরা। জানা গেছে, প্রায় আটদিন আগে চিকিৎসার জন্য বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন মিঠু সরকার ও তার পরিবারের লোকেরা। এদিন সকালে বাড়ি ফিরে ঘর খুলতেই চোখ কপালে ওঠে মিঠু সরকারের। জানালার গ্রিল খোলা অবস্থায় দেখতে পেয়েই কিছুটা সন্দেহ হয় বাড়ি মালিকের। এরপর ঘরে ঢুকতেই দেখতে পান আলমারীর যাবতীয় জিনিস তছনছ করা রয়েছে। শুধু তাই নয় গোটা বাড়ির যাবতীয় জিনিস উলোটপালোট করেছে দুস্কৃতীরা। যে ঘটনার খবর পেয়েই এলাকায় পৌছে ঘটনার তদন্তে নামে বালুরঘাট থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনা নিয়ে বাড়ির কাজের লোকের জড়িত থাকার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বাড়ির মালিক।

বুনো শুয়োরের আতঙ্ক ছড়াল সামশেরগঞ্জে

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের ভবানীবাটি হাটপাড়া এলাকায় বুনো শুয়োরের আতঙ্ক। গ্রামীন এলাকার মধ্যে কবর স্থান ও আশেপাশে জংগলে বুনো শুয়োরের খবর জানাজানি হতেই কার্যত হইচই সৃষ্টি হয়েছে এলাকাজুড়ে। আতঙ্কিত ভবানীবাটি প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা। জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগেই বলবলপাড়া এলাকার একটি কবরস্থানে প্রাচীরের ভেতরে কয়েকটি বুনো শুয়োর দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। তারপরই হইচই সৃষ্টি হয়। কৃষি জমি নষ্ট করছে বলেও অভিযোগ গ্রামবাসিদের। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বন শুয়োরের আতঙ্ক ছড়ায় এলাকাজুড়ে। বন শুয়োর ধরতে বন দপ্তরের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

কারিগরি ভবনের সামনে বিক্ষোভ যৌথ মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নিউ টাউন

আপনজন: বুধবার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে বেলা ২ টায় নিউটাউন কারিগরী ভবনের সামনে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এই বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ৭০ জন শিক্ষক,শিক্ষিকা সহ সরকারী কর্মচারীরা। এদিন হঠাৎ করে কারিগরি ভবনের সামনে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরে বিধাননগর কমিশনারেটের বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে উপস্থিত হয়। প্রথমে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষকে কারিগরি ভবনে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়, পরে বিশাল কথা কাটাকাটির পর পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়। ভোকেশনালাইজেশন অফ স্কুল এডুকেশনের অধীনে ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রকল্পে ২০১৩ সাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ১৩ টি বৃত্তিমূলক বিষয়ের) শিক্ষাদান চলছে কিন্তু এখানে বিপুল অঙ্কের দুর্নীতি হয়েছে বলে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ অভিযোগ করেছেন।

প্রথম নজর

সৌদিতে গত বছর ঘুরতে গেছেন ৩ কোটি পর্যটক

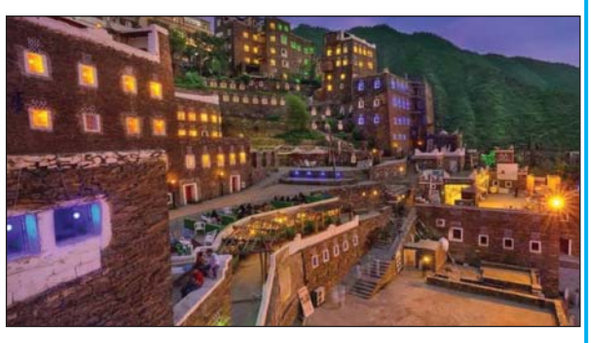

আপনজন ডেস্ক: গত বছর সৌদি আরবে পর্যটকের সংখ্যা ১০ কোটি ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে ৭ কোটি ৭ লাখ ছিলেন স্থানীয় পর্যটক। আর অন্যান্য দেশ থেকে সৌদিতে ঘুরতে গিয়েছিলেন ২ কোটি ৭০ লাখ মানুষ। দেশটির পর্যটনমন্ত্রী আহমেদ আল খাতিব বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাদের লক্ষ্য ছিল ১০ কোটি পর্যটকের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা। সেই লক্ষ্য তারা অর্জন করেছেন। খবর গালফ নিউজ পর্যটনমন্ত্রী বলেছেন, ২০৩০ সাল থেকে প্রতি বছর ১৫ কোটি পর্যটক যেন নির্বিঘ্নে ঘুরতে পারেন, সে ব্যবস্থা করছেন তারা, যার মধ্যে বিদেশি পর্যটকই থাকবে ৭ কোটি। এছাড়া তাদের লক্ষ্য হলো পর্যটনসমৃদ্ধ বিশ্বের সেরা ১০টি দেশের মধ্যে জায়গা করে নেওয়া। তিনি আরো জানিয়েছেন, পর্যটন খাতে কাজ করার জন্য প্রতি বছর ১ লাখ তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর মধ্যে ১৫ হাজার জনকে বিশ্বের সেরা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হবে। এছাড়া ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত পর্যটন ফান্ড থেকে ৩৫ বিলিয়ন ডলার খরচ করে ৫০টি প্রজেক্টের কাজ চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তেল রপ্তানির ওপর থেকে অর্থনীতির নির্ভরশীলতা কমাতে পর্যটন খাতের ওপর জোর দিচ্ছে সৌদি আরব। ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান ২০৩০ সালের মধ্যে সৌদিকে একটি পর্যটননির্ভর দেশে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছেন।

মিয়ানমারে দুই বিদ্রোহী যোদ্ধাকে প্রকাশ্যে জীবন্ত পুড়িয়েছে জান্তা

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারে ম্যাগওয়ে অঞ্চলে বিদ্রোহী যোদ্ধাকে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে হত্যা করেছে জান্তা বাহিনী। তিন মাস আগের এ নৃশংস অপরাধের ভিডিও গত মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সংবাদমাধ্যম ইরাবতীর এক প্রতিবেদন এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ভিডিওতে ২০ বয়স বয়সী দুই তরুণকে গাছে ঝোলানোর পর পুড়িয়ে মারতে দেখা যায়। প্রথমে স্থানীয় দুটি সংবাদমাধ্যমে এ ভিডিও নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়। বিদ্রোহী গোষ্ঠী ইয়াও ডিফেন্স ফোর্স (ওয়াইডিএফ) বলেছে, গাঙ্গাও শহরের মায়ুক খিন ইয়ান গ্রামে জান্তা সেনা ও তাদের মিত্র পিউ সো হতি মিলিশিয়া সদস্যরা এই ঘটনার জন্য দায়ী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ওই দুই ব্যক্তিকে স্বীকার করতে বাধ্য করা হচ্ছে যে, তারা স্থানীয় পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের সদস্য। ভুক্তভোগীদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা জান্তা সেনারা তাদের নিজেদের 'কুকুর' বলতে বাধ্য করে। অনেক বেসামরিক নাগরিক জান্তা সেনাদের বোঝাতে 'সামরিক কুকুর' শব্দগুলো ব্যবহার করে। জীবন্ত পুড়িয়ে মারার আগে তাদের নির্যাতন করা হয়েছে বলে ভিডিওতে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাদের গুরুতর আহত এবং রক্তাক্ত অবস্থায় দেখা যায়। ওই তরুণদের হাতে পায়ে লোহার শিকল বেঁধে একটি গাছের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। নিজেদের কুকুর বলে সম্বোধন করতে বাধ্য করার পর তাদের গাছ থেকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। এরপর গায়ে দাহ্য তরল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। জনসম্মুখেই তাদের জীবন্ত পোড়ানো হয়। ওয়াইডিএফ জানায়, গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে ফাঁসির সাক্ষী থাকার জন্য একজন করে সদস্যকে পাঠাতে বলা হয়েছিল। ভিডিওটিতে একটি আনন্দিত কণ্ঠে এই অপরাধকে 'বিজয়' হিসেবে উপস্থাপন করে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য যে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে ভিডিওটি পোস্ট করা হয়েছে ইরাবতী সেটি যাচাই করতে পারেনি।

ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছে বিভিন্ন বড় কোম্পানি

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় নারকীয় গণহত্যা বন্ধে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ইসরায়েলকে দ্য হেগের আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়ার পর ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছে বিশ্বের বড় বড় কোম্পানি।
আইসিজের রুলিংয়ে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েল যে আগ্রাসন চালাচ্ছে তাতে গণহত্যার মতোই ঘটনা ঘটছে।
এরপর জাপানের ইতোচু কোম্পানি ঘোষণা করেছে, তারা ইসরায়েলের সাথে যে বিমান চলাচল বিষয়ক সহযোগিতা চুক্তি রয়েছে তার অবসান ঘটাতে যাচ্ছে। ফরচুন গ্লোবালের ৫০০ বৃহত্তম কোম্পানির মধ্যে ইতোচু ৯৬তম অবস্থানে রয়েছে।
ইতোচুর প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা সুয়োশি হাচিমুরা এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করেন, 'আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের ২৬ জানুয়ারির আদেশ বিবেচনায় নিয়ে এবং আদালতের ভূমিকার প্রতি জাপান সরকারের সমর্থনের কারণে আমরা এরইমধ্যে এমওইউ সম্পর্কিত নতুন কার্যক্রম স্থগিত করেছি এবং ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে এমওইউ শেষ করার পরিকল্পনা করেছি।'
একই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে স্পেন। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসে ম্যানুয়েল আলবারেস মঙ্গলবার ঘোষণা করেছেন, গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর পর থেকে মাদ্রিদ ইসরায়েলে সমস্ত অস্ত্র রফতানি স্থগিত করেছে।
এদিকে, দক্ষিণ বেলজিয়ামের ওয়ালোনিয়ার আঞ্চলিক সরকার সোমবার ইসরায়েলে দুটি অস্ত্র রফতানির লাইসেন্স সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে।
ওয়ালোনিয়ার কর্মকর্তারা বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত 'গাজা উপত্যকায় মানবিক পরিস্থিতির অগ্রহণযোগ্য অবনতির' কারণেই নেয়া হয়েছে।

বলছে বৈশ্বিক মিডিয়া ও থিংক-ট্যাংক

চতুর্থ মেয়াদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন নওয়াজ শরীফ!

আপনজন ডেস্ক: উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অস্থিরতার মধ্যেই আজ পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাতীয় নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ মিলিয়ে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৭ হাজারেরও বেশি প্রার্থী। এবারের নির্বাচনে প্রায় ১২ কোটি ৮০ লাখ ভোটার ভোট দিচ্ছেন। প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ৩১৩ জন নারী। আজকের ভোটেই নির্ধারিত হবে আগামী পাঁচ বছর পরমাণু শক্তিধর এই দেশটির শাসন ক্ষমতায় কারা থাকবেন। তবে বৈশ্বিক নানা মিডিয়া ও থিংক-ট্যাংক বলছে, চতুর্থ মেয়াদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন নওয়াজ শরীফ। সংবাদমাধ্যম এপি জানিয়েছে- পাকিস্তানে ফেরার পর আদালত কর্তৃক তার সাজা বাতিলের পর চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তার পথ পরিষ্কার রয়েছে। সংবাদমাধ্যম বিবিসি, গার্ডিয়ান, এএফপিসহ আরো কিছু আন্তর্জাতিক মিডিয়াও ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে- তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে চতুর্থবারের মতো দেশটির নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফিরে আসবেন। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনের দিন দেশটির জিও নিউজের বিপোর্টে এমনটা বলা হয়েছে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে

নওয়াজ শরীফের ইতিহাস খুব একটা সুখকর নয়। তিনি এর আগে তিনবারই ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। গত বছর 'স্বেচ্ছা নির্বাসন' থেকে ফিরে আসেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ও মামলাগুলো থেকে নিজেকে রেহাইয়ের সুযোগ পান। সর্বশেষ তিনি ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রিত্ব হারিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নওয়াজ শরীফকে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। বিশেষ করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ক্ষুব্ধ সমর্থকদের মুখোমুখি হবেন তিনি। দেশটির জনপ্রিয় এই নেতা বর্তমানে আদিয়ালা কারাগারে বন্দী। সাইফার মামলায় ১০ বছরের কারাদণ্ড, তোশাখানা মামলায় ১৪ বছর এবং 'অবৈধ' বিয়েতে সাত বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত তিনি। দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের মতে, পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজের (পিএমএল-এন) এই শীর্ষ নেতা যদি আজ ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিজয়ী না হন তাহলে তা অবাক করারই বিষয় হবে। এদিকে ব্লুমবার্গের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত সপ্তাহে করাচিতে পাকিস্তানের অভিজাত ব্যবসায়ী নেতাদের এক সমাবেশে অনেকেই বলেছেন, তারা একটি ঝুলন্ত সংসদের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যেখানে একটি দুর্বল জোট সরকার গঠন হতে পারে। তাদের বেশিরভাগই বলেছেন, এই জোট সরকারের নেতৃত্ব দেবেন নওয়াজ শরীফ কিংবা তার ভাই শেহবাজ শরীফ। শেহবাজও একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী। ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক ফেলো মাদিহা আফজালের উদ্ধৃতি দিয়ে ব্লুমবার্গের ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে- নওয়াজ যদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফিরে আসেন, তাহলে তিনি দুটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন। একটি হচ্ছে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সমস্যা, বিশেষ করে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। অন্যটি হলো একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তার সম্পর্ক পরিচালনা করা। সিএনএনের রিপোর্ট বলছে, প্রচারের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে এগিয়ে আছেন ইমরান খানের দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী নওয়াজ শরীফ। ৭৪ বছর বয়সী এই নেতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থী বিলাওয়াল ভুট্টোর সঙ্গেও। সাবেক সিনিয়র ব্রিটিশ কূটনীতিক ও কিংস কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক টিম উইলাসি-উইলসির বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- নওয়াজ শরীফ একজন অভিজ্ঞ। তিনি সবসময়ই যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারদর্শী। তিনি ভারতের সঙ্গেও সুসম্পর্ক চাইবেন।

হামাসের শর্ত প্রত্যাখ্যান করলেন নেতানিয়াহু, কী আছে শর্তে?

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু হামাসের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতির শর্ত প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন, কয়েক মাসের মধ্যে গাজায় 'সম্পূর্ণ বিজয়' সম্ভব। ইসরায়েল সমর্থিত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের জবাবে হামাস বেশ কয়েকটি শর্ত দিয়েছিল। এরপরেই তিনি এ কথা জানান।
নেতানিয়াহু বলেছেন, 'হামাসের সঙ্গে আলোচনা করে কোনো কূল-কিনারা পাওয়া যাচ্ছে না এবং তাদের শর্তগুলোও উদ্ভট।' বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে নেতানিয়াহু বলেন, 'সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত বিজয় ছাড়া অন্য কোনো সমাধান নেই।' তিনি আরো বলেন, 'হামাস যদি গাজায় টিকে থাকে, তবে পরবর্তী গণহত্যা শুধু সময়ের ব্যাপার।'
ইসরায়েল হামাসের পাল্টা প্রস্তাব গ্রহন করবে বলে আশা করা হয়েছিল।
কিন্তু ইসরায়েল এই প্রস্তাবের স্পষ্টভাবেই তিরস্কার করল এবং ইসরায়েলি কর্মকর্তারা হামাসের যুদ্ধ শেষ করার প্রচেষ্টাকে একেবারে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে দেখছেন।
হামাসের সিনিয়র কর্মকর্তা সামি আবু জুহরি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, "নেতানিয়াহুর মন্তব্য 'রাজনৈতিক সাহসিকতার একটি রূপ' এবং তাঁর মন্তব্য থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে, তিনি সংঘাত চালিয়ে যেতে চান।"
একটি মিসরীয় সরকারি সূত্র বিবিসিকে জানিয়েছে, মিসর এবং কাতারের মধ্যস্থতায় নতুন করে আরেক দফা আলোচনা করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবার কায়রোতে এই আলোচনা হতে পারে।
মিসর সব পক্ষকে চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য নমনীয়তা দেখানোর আহ্বান জানিয়েছে বলে সূত্রটি। মঙ্গলবার হামাস যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে তাদের পাল্টা প্রস্তাব পেশ করেছে। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স হামাসের নথির একটি খসড়া দেখেছে এবং হামাসের এই শর্তাবলী প্রকাশ করেছে।
প্রথম পর্যায়: যুদ্ধে প্রথম ৪৫ দিনের বিরতিতে সব ইসরায়েলি নারী জিম্মি, ১৯ বছরের কম বয়সী পুরুষ, বৃদ্ধ এবং অসুস্থ ইসরায়েলিদের মুক্তি দেওয়া হবে। বিনিময়ে জেলে বন্দি ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুদের মুক্তি দেওয়া হবে।
এ ছাড়া গাজার জনবহুল এলাকা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে এবং হাসপাতাল ও শরণার্থী শিবির পুনর্গঠন শুরু করতে হবে।
দ্বিতীয় পর্যায়: বাকি ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি পুরুষ জিম্মি এবং বন্দিদের বিনিময় করা হবে। এরপর ইসরায়েলি বাহিনী সম্পূর্ণরূপে গাজা ত্যাগ করবে।
তৃতীয় পর্যায়: উভয় পক্ষ দেহাবশেষ এবং মৃতদেহ বিনিময় করবে। প্রস্তাবিত চুক্তির ফলে গাজায় খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। যুদ্ধে ১৩৫ দিনের বিরতির শেষে যুদ্ধ শেষ করার জন্য আলোচনা শেষ হবে।

নেতানিয়াহু যুদ্ধবিরতিতে বাধা হলে তাকে সরে যেতে হবে: হিলারি

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বিশ্বাসযোগ্য নেতা নন বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিনটন। তিনি বলেন, তার (নেতানিয়াহু) উচিত ক্ষমতা ছাড়া।" হিলারি ক্লিনটন বলেন, "নেতানিয়াহুকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে। তিনি বিশ্বাসযোগ্য নেতা নন। তার চোখের সামনেই (৭ অক্টোবরের) হামলার ঘটনা ঘটেছে। তাকে সরে যেতে হবে।" তিনি আরও বলেন, নেতানিয়াহু যদি যুদ্ধবিরতিতে বাধা হয়ে থাকেন এবং পরবর্তী পদক্ষেপের ক্ষেত্রেও যদি তিনি বাধা হন, তাহলে অবশ্যই তাকে সরে যেতে হবে।" এক সাক্ষাৎকারে হিলারি ক্লিনটন এসব মন্তব্য করেন। নেতানিয়াহুর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সম্পর্ক নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, প্রাক্তন ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী এবং ফার্স্ট লেডি বলেন, "আমি মনে করি বাইডেন তার অবস্থান থেকে যা করতে পারতেন তার সবকিছুই করেছেন। ৭ অক্টোবরের পর ইসরায়েলি জনগণের বৈধ উদ্বেগের প্রতিক্রিয়া ও মিত্র হিসেবে ইসরায়েলের জন্য যা যা করার তা করেছেন। একটি সন্ত্রাসী সংগঠনের হামলার মুখে তিনি ইসরায়েলের সঙ্গেই ছিলেন।"

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দক্ষিণ সুদানে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ১৮ জনকে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ সুদানের পশ্চিমাঞ্চলীয় বাহর এল গাজল রাজ্যে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ১৮ জনকে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। রাজ্যের অন্তর্বর্তীকালীন গভর্নর আর্কেঞ্জেলো আনিয়ার এ তথ্য জানিয়েছেন।
আর্কেঞ্জেলো জানান, প্রতিবেশি দেশের ওয়ারাপ রাজ্য থেকে আসা সশস্ত্র যুবকরা জমির অধিকার নিয়ে বিরোধের জের ধরে থারকুয়েং পায়ামের একটি স্থানীয় বাজার, বাড়িঘর এবং একটি বাজার পুড়িয়ে দিয়েছে। এ সময় ১৮ জন প্রাণ হারান।
তিনি জানান, নিহতদের মধ্যে শিশু, নারী এবং বয়স্ক মানুষ রয়েছে। তারা পালাতে না পারায় তাদের পুড়িয়ে মারা হয়।
তিনি আরো জানান, সেখানে হামলায় প্রায় ২,০০০ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে নৌবাহিনীর হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, নিহত ৫

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে স্যান ডিয়েগো অঞ্চলে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় পাঁচ নৌবাহিনীর সদস্য নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) প্রশিক্ষণের সময় হেলিকপ্টারটি শীতকালীন ঝড়ের মধ্যে পড়লে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মেরিন কর্পস এক বিবৃতিতে বলেন, সিএইচ-৫৩ই সুপার স্টেলিয়ন হেলিকপ্টরটি পাইন ভেলিতে বিধ্বস্ত হয়। মঙ্গলবার রাতে হেলিকপ্টারটি ক্যালিফোর্নিয়ার মিরামারের মেরিন কর্পস এয়ার স্টেশনের দিকে যাওয়ার পথে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং মেরিনারদের সহযোগিতায় সবার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মেজর জেনারেল মাইকেল বর্গছুলতে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৫ মি.

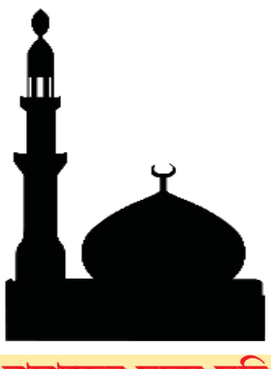

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৯	৬.১১
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫৩	
মাগরিব	৫.৩৫	
এশা	৬.৪৫	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

ফিলিপাইনে সোনার খনির গ্রামে ধস, মৃত ৫

আপনজন ডেস্ক: ফিলিপাইনের দাভাও দে ওরো প্রদেশে প্রবল বৃষ্টির ফলে ধস নেমেছে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত অন্তত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন ২৭ জন। সেখানে উদ্ধারকাজে মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনী। সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ফিলিপাইনে মাসারা বলে যে গ্রামে ধস নেমেছে, সেটি সোনার খনির গ্রাম বলে পরিচিত। বুধবার সেখানে এই ধস নামে। বিপর্যয় মোকবিলার সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ৩১ জন আহত হয়েছেন।

ইরাকে মার্কিন হামলায় ইরান সমর্থিত মিলিশিয়া নেতা নিহত

আপনজন ডেস্ক: ইরাকের রাজধানী বাগদাদে মার্কিন ড্রোন হামলায় ইরান-সমর্থিত একটি মিলিশিয়া গোষ্ঠীর সিনিয়র কমান্ডার নিহত হয়েছেন। নিহত ওই কমান্ডার কাতাইব হিজবুল্লাহ নামে এক গোষ্ঠীর নেতা। ড্রোন হামলায় তার দুজন রক্ষীও নিহত হয়েছেন। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, ইরাকের রাজধানী বাগদাদের পূর্বাঞ্চলে মার্কিন বাহিনীর ড্রোন হামলার সময় কাতাইব হিজবুল্লাহর এই নেতা তার দুজন রক্ষীসহ গাড়িতে ছিলেন। হামলায় তাদের তিনজনই মারা যান। মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন জানিয়েছে, এই অঞ্চলে আমেরিকান বাহিনীর ওপর হামলা পরিচালনার জন্য ওই কমান্ডার দায়ী ছিলেন। এছাড়া সম্প্রতি জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার সাথে এই মিলিশিয়া গোষ্ঠীকে যুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত মাসের সেই হামলায় তিন মার্কিন সেনা নিহত হয়। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, বুধবার রাতের এই ড্রোন হামলাটি বাগদাদের মাশতাল এলাকার আশপাশে হয়। হামলার জেরে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণও ঘটে। মূলত ব্যস্ত রাস্তায় একটি চলন্ত গাড়ির ওপর সুনির্দিষ্ট এই হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী এবং এতে করে গাড়িটি জ্বলন্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) বলেছে, স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৯টায় হামলাটি চালানো হয় এবং এর মাধ্যমে 'এ অঞ্চলে মার্কিন বাহিনীর ওপর হামলার সরাসরি পরিকল্পনা ও অংশ নেওয়ার জন্য দায়ী কমান্ডারকে' হত্যা করা হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন উত্তর কোরিয়ার

আপনজন ডেস্ক: প্রতিবেশি দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে সব ধরনের অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি বাতিল করতে যাচ্ছে উত্তর কোরিয়া।
বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) উত্তর কোরিয়ার সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেম্বলিতে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে অর্থনৈতিক সমস্ত চুক্তি বাতিল করার পক্ষে ভোটগ্রহণ হয়। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কেসিএনএ জানিয়েছে, দুই কোরিয়ার সম্পর্কের অবনতি অব্যাহত থাকায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিয়ংইয়ং। উত্তর কোরিয়ার সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেম্বলিতে ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টি দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে মাউন্ট কুমগাং পর্যটন প্রকল্প পরিচালনার বিশেষ চুক্তিসহ অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তিগুলো বাতিল করার পক্ষে ভোট দিয়েছে। এদিকে, উত্তর কোরিয়ার এই পদক্ষেপে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার একীকরণ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, 'পিয়ংইয়ংয়ের এই পদক্ষেপ আশ্চর্যজনক নয়। এটি করে উত্তর কোরিয়া কেবল তার বিচ্ছিন্নতাকে আরও বাড়াবে।' মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লি-সাং-মিন বলেন, 'সিউল একতরফা পদক্ষেপকে স্বীকৃতি দেয় না।'

মিয়ানমারে গর্ভবতী নারী ও শিশুসহ ১০ জনকে গুলি করে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের পূর্বাঞ্চলীয় কারেন্নি রাজ্যে অন্তত ১০ জনকে গুলি করে হত্যা করেছে জান্তা সেনারা। নিহতদের মধ্যে তিন শিশু, একজন গর্ভবতী নারীসহ বাস্তুচ্যুত আরো তিন নারী রয়েছেন। চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে রাজ্যের শ্যাডাও শহরে জান্তা সেনারা তাদের হত্যা করেছে। বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) রাজ্যের স্থানীয় বিদ্রোহী গোষ্ঠী কারেন্নি আর্মির (কেএ) বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম দ্য ইরাবতী। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত রোববার শ্যাডাও শহরে সামরিক জান্তা বাহিনীর ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন ২৪৯ এর সেনারা প্রবেশ করে। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে তিন নারী, তিন শিশু ও এক পুরুষকে গ্রেফতার করা হয়। কেএ বলেছে, শ্যাডাওয়ে গ্রেফতার হওয়ার পরদিনই পুরুষ বন্দি পালিয়ে যান। কিন্তু একজন গর্ভবতী ও দুই প্রতিবন্ধী নারীকে হত্যা করা হয়। এ ছাড়াও ৩, ৫ ও ৭ বছর বয়সী তিন শিশুকেও হত্যা করেছে জান্তা সেনারা। পরে ওই এলাকায় সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে কেএ ও কারেন্নি ন্যাশনালিজিট ডিফেন্স ফোর্সের যৌথ অভিযানের সময় নিহতদের মরদেহ পাওয়া যায়।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ২৪ মাঘ ১৪৩০, ২৭ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

শুভবুদ্ধির উদয় হউক

আজ যাহারা শিশু, ভবিষ্যতে তাহারাই হইবে দেশ গড়ার কারিগর। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে রহিয়াছে বিরাট সম্ভাবনা। আজকের শিশুরাই আগামী দিনে দেশের কর্ণধার। তাহারা দেশ ও জাতিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে, উন্নত করিবে শির বিশ্বদরবারে। এই সকল শিশুর বিচরণপক্ষত্র হইতেছে মাতৃক্রোড়, উন্মুক্ত প্রান্তর, শিক্ষাঙ্গন। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই একবিংশ শতাব্দীতে আসিয়াও বহু শিশু তাহাদের শৈশব হারাইতেছে। সহিংসতার শিকার হইতেছে। অকালে ঝরিয়া যাইতেছে পৃথিবীর বুক হইতে। বিশ্বনবি মুহাম্মদ (স.) বলিয়াছেন, 'শিশুরা বেহেশতের প্রজাপতি। প্রজাপতি যেমন তাহাদের সুন্দর শরীর ও মন দিয়া ফুলবনের সৌন্দর্য বর্ধিত করে, তেমনি শিশুরাও তাহাদের সুন্দর মন ও অমলিন হাসি দিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য বর্ধন করে।' অথচ দেশব্যাপী এই সকল নিষ্পাপ শিশুর প্রতি নানা ধরনের সহিংসতা বাড়িয়া চলিয়াছে, যাহা অত্যন্ত দুঃখজনক।

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ৮ হাজার ৮৩২ জন শিশু সহিংসতার শিকার হইয়াছে। যাহার বিপরীতে মামলা হইয়াছে ৪ হাজার ৬৭৫টি; কিন্তু সাজা পাইয়াছে মাত্র ২৪ জন অপরাধী। গত পাঁচ বছরে ২ হাজার ৫৯০ জন শিশুকে হত্যা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ধর্ষণের শিকার হইয়াছে ৩ হাজার ৫৯৬ জন এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হইয়াছে ৫৮০ জন। এই উপাত্ত শুধু গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত সংখ্যার ভিত্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহার মানে, প্রকৃত সংখ্যা ইহার চাইতেও অনেক অধিক। মানুষের বিবেকবোধ কতটা লোপ পাইলে, সামাজিক অবক্ষয় কতটা মারাত্মক রূপ ধারণ করিলে তাহারা শিশু হত্যার মতো এমন গর্হিত কাজ করিতে পারে তাহা ধারণার বাহিরে। ভাবিতেও অবাক লাগে, মানুষ এখন কতটা নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে!

শিশুদের প্রতি সহিংসতা বর্তমানে সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে, যাহা খুবই উদ্বেগজনক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিক কলহ, প্রতিহিংসা, লোভ-লালসা চরিতার্থ, জায়গাজমি বা সম্পত্তি লইয়া শত্রুতা বা বিরোধ, মুক্তিপণ ও স্বার্থ আদায়, সামাজিক অস্থিরতা এবং অবক্ষয়, মূল্যবোধের অভাব, পিতা-মাতার সম্পর্কের জটিলতা, ব্যক্তিগত আক্রোশ, মানসিক বিষাদ, হতাশা ইত্যাদি কারণে শিশুদের উত্পীড়ন, বলাত্কার ও হত্যা করা হইতেছে। শিশুদের প্রতি এমন সহিংসতা খুবই মর্মান্তিক, যাহা তাহাদের পরিবারকে যেমন বেদনাহত ও ক্ষুব্ধ করে, তেমনি সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষকে স্তম্ভিত করিয়া তোলে। পত্রিকার পাতায় শিশুদের প্রতি সহিংসতার যেই সমস্ত লোমহর্ষক কাহিনি ছাপা হইতেছে, তাহা দেখিলে বাক্রুদ্ধ হইয়া যাইতে হয়। সন্তানহারা পিতা-মাতার কান্না আর আর্তনাদ দেখিয়া চোখের পানি আটকাইয়া রাখা যায় না।

আমাদের দেশে শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে বেশ কিছু আইন রহিয়াছে। শিশুদের সুরক্ষার জন্য এই সমস্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে। অনেক সময় অপরাধীরা প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় থাকায় আইনি প্রক্রিয়া স্বাভাবিক গতি পায় না। আইনের ম্যারপ্যাঁচ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার কারণে অপরাধীরা পার পাইয়া যায়। ইহা ছাড়াও অনেক সময় আইনের সঠিক প্রয়োগ ও ব্যবহার না করা এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে আসামির শাস্তি নিশ্চিত করা যায় না। দ্রুত বিচারের মাধ্যমে যদি অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ করিবার স্পৃহা কমিয়া যাইবে। দেশকে শিশুর নিরাপদ বসবাসের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবেও উদ্যোগ লইতে হইবে। শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর নির্ভর না করিয়া সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে লইয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার মাধ্যমে দেশকে শিশুবান্ধব হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। অপরাধীদের ভয়াবহ দানবীয়তা শেষ হইয়া তাহাদের হৃদয়ে মনুষত্বের জাগরণ এবং শুভবুদ্ধির উদয় হউক—ইহাই দেশের প্রতিটি শান্তিপ্রিয় নাগরিকের কাম্য।

ফিলিস্তিনি-ইসরায়েলিদের একই জগতে বাস সম্ভব?

ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিরা উভয়েই তাদের পরিবারকে, তাদের সম্প্রদায়কে ও তাদের সংস্কৃতিকে ভালোবাসে। তাদের একটি বড় অংশই হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চায় না। তাদের একটি বড় অংশ শান্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে থাকতে চায়। লিখেছেন **অ্যান মারি স্লটার**।

বিজ্ঞান লেখক এড ইয়োং তাঁর পুলিৎজার পুরস্কারজয়ী অ্যান ইমেন্স ওয়ার্ল্ড: হাউ অ্যানিম্যাল সেন্সেস রিভিল দ্য হিডেন রিয়ালম অ্যারাউন্ড আস বইয়ে দেখিয়েছেন, কীভাবে স্তন্যপায়ী প্রাণী, মাছ, কীটপতঙ্গ—সবাই 'নিজেদের বানানো সংবেদনশীল বলয়ের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করে এবং সুবিশাল জগতের মধ্যে নিজের রচিত ছোট্ট জগতে আটকা পড়ে থাকে। সেই সংবেদনশীল বুদবুদটি হলো প্রাণীর নিজস্ব পরিবেশ। এই পরিবেশ-প্রতিবেশ হলো সেই পারিপার্শ্বিকতার অংশ, যা একটি প্রাণী নিজের মতো করে টের পায় বা অনুভব করতে পারে। তার এই জগৎ হলো উপলব্ধিমূলক জগৎ।'

লেখক আমাদের জানাচ্ছেন, দুই জাতের প্রাণী একই ভৌত স্থানে অবস্থান করেও সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে থাকে। এই তত্ত্বকে ধ্রুব বলে মেনে নিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে: তাহলে কি সব মানুষ একই উপলব্ধিমূলক জগতে থাকে? নাকি আমরা অন্য জীবের মতো অভিন্ন উপলব্ধিমূলক জগতে থাকতে অক্ষম?

একটি প্রাণীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তার ইন্দ্রিয়ের বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, হাঙর সমুদ্রের মাইল মাইল দূরে থাকা শিকারকে শনাক্ত করতে ঘ্রাণশক্তিকে ব্যবহার করে। শিকারটি যখন তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসে যায়, তখন শিকারটির গতি শনাক্ত করতে হাঙরটি একটি সংবেদনশীল অঙ্গ ব্যবহার করে। একেবারে শেষ মুহূর্তে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে সে একধরনের বৈদ্যুতিক স্পন্দন ব্যবহার করে।

পাখির ক্ষেত্রে দেখা যায়, পাখিরা একে অন্যের পালকের ওপর আলাদা আলাদা ধরনের আলট্রাভায়োলেট চিহ্ন দেখতে পায়। এর ফলে আমাদের কাছে এক জাতের সব পাখির চেহারা একই রকমের মনে হলেও পাখিরা সহজেই নিজেদের আলাদা করতে পারে। বাদুড় ইকোলোকেশনের মাধ্যমে বিশ্বকে 'দেখে'। অন্যদিকে কিছু মাছ চলাচলের জন্য দৃষ্টিশক্তির বদলে 'ইলেকট্রোলোকেশন' ব্যবহার করে।

একই বস্তুকে ভিন্নভাবে দেখা এবং উপলব্ধি করার বিষয়টি মানুষের ক্ষেত্রেও হয়। যে বস্তুকে একজনের কাছে ধূসরমতো সবুজ মনে হয়, আরেকজনের কাছে সেটিকে সবুজাভ ধূসর রঙের মনে হতে পারে।

এমনও হতে পারে, আমাদের একজনের ভৌগোলিক, সংস্কৃতি, জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা, সংবাদ আদান-প্রদানের পরিবেশ এবং পারিবারিক ইতিহাস আরেকজনের তুলনায় এতটাই ভিন্ন হতে পারে যে আমাদের সংবেদনশীল বুদবুদের মতো বলয়ে থাকা মানুষের এসব অভিজ্ঞতা অন্য বলয়ে থাকা গোষ্ঠীর পক্ষে উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কিন্তু এটি কি সম্ভব যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিংবা একটি বড় সংকটের ফলে একই বিশ্বের ভিন্ন উপলব্ধিগুলো অভিন্ন উপলব্ধির জগতে প্রবেশ করতে পারবে? যদি সেটি কোনো দিন সম্ভব হয়, তাহলে তা ইসরায়েল-ফিলিস্তিনি সংঘাত অবসান ঘটাতে পারবে।

> ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিরা উভয়েই তাদের পরিবারকে, তাদের সম্প্রদায়কে ও তাদের সংস্কৃতিকে ভালোবাসে। তাদের একটি বড় অংশই হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চায় না। তাদের একটি বড় অংশ শান্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে থাকতে চায়। অর্থাৎ যার যার দিক থেকে উভয়ের ইচ্ছা এক। সুতরাং তাদের একই উপলব্ধির জগতে আনা অসম্ভব নয়। এর জন্য উভয় শিবিরকে বলতে হবে, 'আমরা তোমাদের কথা মেনে নেব, তোমরাও আমার কথা মেনে নাও'।

একই বিষয়কে ভিন্ন চোখে দেখার প্রবণতা ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলিদের মধ্যে এতটাই প্রকট যে স্পষ্টতই তারা দুটি ভিন্ন উপলব্ধির বুদবুদ বা বলয়ের মধ্যে বাস করে আসছে।

অনেক ইহুদি আছেন, যাঁদের উপলব্ধিতে শুধু হুমকিই আছে। শতাব্দীপ্রাচীন বঞ্চনার বেদনা, নিপীড়ন ও গণহত্যার ইতিহাস তাদের উপলব্ধির জগৎকে সেভাবে তৈরি করেছে।

ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিরা উভয়েই তাদের পরিবারকে, তাদের সম্প্রদায়কে ও তাদের সংস্কৃতিকে ভালোবাসে। তাদের একটি বড় অংশই হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চায় না। তাদের একটি বড় অংশ শান্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে থাকতে চায়।

একইভাবে অনেক ফিলিস্তিনির উপলব্ধির জগৎ নির্যাতন, দখলদারি ও উচ্ছেদ আতঙ্কে পূর্ণ হয়ে আছে। যেহেতু তারা উভয়ই একই ইন্দ্রিয়ের অধিকারী এবং একই ধরনের ট্রমা ও বঞ্চনাবোধ বহন করছে, সেহেতু জোর চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে অভিন্ন একটি ঐক্যের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা সম্ভব বলে আশা করা যেতে পারে।

ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিরা উভয়েই তাদের পরিবারকে, তাদের সম্প্রদায়কে ও তাদের সংস্কৃতিকে ভালোবাসে। তাদের একটি বড় অংশই হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চায় না। তাদের একটি বড় অংশ শান্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে থাকতে চায়। অর্থাৎ যার যার দিক থেকে উভয়ের ইচ্ছা এক। সুতরাং তাদের একই উপলব্ধির জগতে আনা অসম্ভব নয়। এর জন্য উভয় শিবিরকে বলতে হবে, 'আমরা তোমাদের কথা মেনে নেব, তোমরাও আমার কথা মেনে নাও'।

অ্যান মারি স্লটার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতি পরিকল্পনা বিভাগের সাবেক পরিচালক

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপে অনূদিত

ভারত-মিয়ানমার সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর প্রস্তুতি

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমার সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত। মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচলে দেশটির সঙ্গে সীমান্ত আছে ভারতের। এই পুরো অঞ্চলে কাঁটাতার বসাতে চাইছে দিল্লি।

সম্প্রতি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ভারত-মিয়ানমারের ১ হাজার ৬৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তে কাঁটাতার বসানো হবে। এখন এই সীমান্তের অধিকাংশ জায়গাতেই কাঁটাতার নেই। কিছুদিন আগে মনিপুরের মোরে সীমান্তে কাঁটাতার বসানো হয়েছে।

অমিত শাহ জানিয়েছেন, অনুপ্রবেশ ও চোরাচালন বন্ধ করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সীমান্তে কাঁটাতারের পাশাপাশি পেট্রোলিংয়ের জন্য রাস্তাও তৈরি করা হবে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সীমান্তের অধিকাংশ জায়গাতেই এই কাঁটাতার এবং পেট্রোলিং রোড দেখতে পাওয়া যায়। মিয়ানমার সীমান্তে এই রাস্তা এতদিন ছিল না।

কেন এই সিদ্ধান্ত

বস্তুত, ২০২৩ সালের মে মাসে মনিপুরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল লড়াই শুরু হয়। উপত্যকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতিদের সঙ্গে পাহাড়ে বসবাসকারী কুকিদের সংঘর্ষ চলছে। বহু প্রাণহানি হয়েছে এবং তা অব্যাহত। অভিযোগ, কুকিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে মিয়ানমার থেকে আসা যোদ্ধারা। যারা মিয়ানমারে সেনা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

মনিপুরের বিজেপি সরকারের অভিযোগ, ২০২১ সালে মিয়ানমারে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিপুল পরিমাণ বার্মিজ উদ্বাস্তু মনিপুরে এসে থাকতে শুরু করেছে। তারাই কুকিদের সঙ্গে মেইতিদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। অমিত শাহের ঘোষণায় নির্দিষ্ট করে এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখ না থাকলেও বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, মনিপুরের পরিস্থিতি দেখেই দ্রুত মিয়ানমার সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। ইতিমধ্যেই কোনো কোনো জায়গায় সে কাজ শুরুও হয়ে গেছে।

কাঁটাতার নিয়ে প্রশ্ন

মনিপুরে ক্ষমতায় আছে বিজেপি সরকার। অরুণাচল ও নাগাল্যান্ডে মিয়ানমারের সীমান্ত খুব বেশি নয়। বড় সীমান্ত আছে মিজোরামে। বস্তুত, মিয়ানমারে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নোটিস দিয়ে জানানো হয়েছিল, মিয়ানমারের উদ্বাস্তুদের ভারতে জায়গা দেওয়া হবে না। ঠিক যেভাবে এর আগে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের নিয়ে ভারত এই অবস্থান নিয়েছিল।

কিন্তু মিজোরামের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা জানিয়েছিলেন, মিয়ানমারের চিন প্রভিন্স থেকে যে উদ্বাস্তুরা ভারতে এসে আশ্রয় চাইছেন, তারা চিন উপজাতির মানুষ। মিজোরামের জো, মনিপুরের কুকি ও মিয়ানমারের চিন উপজাতি একই জনজাতির অন্তর্ভুক্ত। ফলে মনিপুরের কুকি ও মিয়ানমারের চিন উপজাতির সঙ্গে মিজোরামের জো উপজাতির রক্তের সম্পর্ক।

কেন্দ্রীয় সরকার যাই বলুক মিজোরাম মিয়ানমারের চিন উপজাতির উদ্বাস্তুদের জায়গা দেবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন জোরাম। এই মুহূর্তে মিজোরামে প্রায় ১৭ হাজার মিয়ানমারের উদ্বাস্তু বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে বসবাস করছে।

এদিকে মনিপুর সরকারের অভিযোগ, এই চিন উপজাতির যোদ্ধারাই একদিকে মিয়ানমারে সেনার বিরুদ্ধে লড়ছে অন্যদিকে মনিপুরের গৃহযুদ্ধে কুকিদের সাহায্য করছে।

২০২৩ সালে মিজোরামে নির্বাচন হয়েছে। সেখানে জোরামথাঙ্গা হারলেও ক্ষমতায় এসেছেন লালডুহোমা। একসময় কংগ্রেস ও জোরামথাঙ্গার দল এমএনএফ সদস্য হলেও পরবর্তীকালে লালডুমহা নিজের দল জেডএনপি গঠন করেন। তিনি নিজেকে সবচেয়ে বড় মিজো জাতীয়াতাবাদী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। মিয়ানমারের চিন উপজাতির মানুষদের নিয়ে সাধারণ মিজো নাগরিকদের যে ভাবাবেগ লালডুহোমা সেখানে আঘাত করতে চাইবেন বলে মনে করছেন না বিশেষজ্ঞেরা।

ফলে কেন্দ্র চাইলেও মিয়ানমার-মিজোরাম সীমান্তে রাজ্য সরকার কাঁটাতার বানানো নিয়ে কী অবস্থান নেবে তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন আছে বলে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য।

ভারতীয় সেনার সাবেক লেফটন্যান্ট জেনারেল উৎপল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকেই মিজোরাম ও মিয়ানমারের জনজাতি নিয়ে ভারত উদ্বিগ্ন। একসময় তারা গ্রেটার জো-কুকি-চিন হোমল্যান্ডের দাবি তুলেছিল। ফলে মিজোরামের বর্তমান সরকার মিয়ানমার সীমান্তে কাঁটাতার বসানো নিয়ে আপত্তি তুলতেই পারে।'

পাকিস্তানে ভোট: ভরদুপুরেও অন্ধকার কাটবে না

মাহির আলি

পাকিস্তানে সম্প্রতি যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা আগামীকাল (আজ বৃহস্পতিবার) অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনকে জনগণের রায়সূচক নির্বাচন হিসেবে নেওয়া প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে।

দেখা যাচ্ছে, ২০১৮ সালে যে ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান ইমরান খানকে গদিতে বসতে সর্বাত্মক সহায়তা দিয়েছিল, সেই প্রতিষ্ঠান এখন সাইফার (সাংকেতিক কোড ব্যবহার করে আদান-প্রদান করা চিঠি বা তারবার্তার নথি) মামলা, তোষাখানা মামলা এবং ইদ্দত মামলা দিয়ে তাঁকে শুধু শায়েস্তা করতেই চাচ্ছে না, বরং তাঁর দলকে পুরোপুরি ধ্বংস করার এবং দলটির যাবতীয় নির্বাচনী সম্ভাবনাকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

এখানেই শেষ নয়। সেই পর্দার আড়ালের শক্তি এক সময় যে ব্যক্তির রাজনৈতিক পদে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল, তাঁকেই এখন চতুর্থ মেয়াদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বানানোর নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

নওয়াজ শরিফের আরেক দফা পতনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে—এই বিষয়টি তিনি নিজে বুঝতে পারছেন কিনা তা যে কাউকে ভাবাতে পারে। যদি তাঁর দল পিএমএল-এন (পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ) জয়লাভ করেও, তবু তার সেই জয়ের বৈধতা গোড়া থেকেই ক্ষুন্ন হবে। ইমরানের বিপর্যস্ত স্ত্রী বুশরা বিবির মতো আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারছি না। কিন্তু এটুকু আন্দাজ করতে পারি, সামরিক গোষ্ঠী যতক্ষণ না গণতন্ত্রকে চলার সুযোগ করে দিচ্ছে ততক্ষণ পাকিস্তানের উন্নতি হবে না। যতক্ষণ জনগণকে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না, ততক্ষণ ভর দুপুরেও অন্ধকার থাকবে।

গণতন্ত্রের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক বরাবরই তিক্ত। দেশটি স্বাধীন হওয়ার ২৩ বছরের মধ্যে সেখানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। অথচ একই সঙ্গে স্বাধীন হওয়া ভারত ১৯৫১-৫২ সালেই নির্বাচন আয়োজন করেছিল। পাকিস্তান পঞ্চাশের দশক শেষ হওয়ার আগেই নির্বাচনের পথে হাঁটতে চেয়েছিল। কিন্তু একজন জেনারেলের (পরে তিনি ফিল্ড মার্শাল হন) নেতৃত্বে প্রথম সংঘটিত অভ্যুত্থানের কারণে সেই পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হয়। আইয়ুব খান নামের সেই জেনারেল পাকিস্তানের আবহাওয়াকে গণতন্ত্রের জন্য অনুপযুক্ত বলে মনে করতেন। আইয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও জুলফিকার আলি ভুট্টোর (তাঁর দল পিপিপি পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে প্রত্যাশার চেয়ে ভালো করেছে) যোগসাজশে সামরিক শাসকেরা ভোটের ফল প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ম্যাকিয়াভেলিয়ান কায়দায় ছলচাতুরী করে হলেও, ভুট্টো প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি পাকিস্তানিদের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত উচ্চ আশার প্রথম ভান্ডার। যদিও সেই উচ্চ প্রত্যাশার খুব সামান্যই তিনি পূরণ করতে পেরেছিলেন।

১৯৭৭ সালের নির্বাচন ভুট্টোর ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করেছিল। সরকার ও বিরোধী দলের বাদানুবাদের মুখে সামরিক বাহিনী পরিস্থিতি সামলাতে হস্তক্ষেপ করে এবং বিতর্কিত নির্বাচনের পুনরায় নির্বাচন দিতে চেয়েছিল।

জাতির সামনে তখন সবচেয়ে অন্ধকার সময় ঘনিয়ে আসছিল। এরপর কালো মেঘ জাতিকে ছেয়ে ফেলল। ১৯৮৮ সালে বিমান দুর্ঘটনায় জেনারেল জিয়াউল হক মারা না যাওয়া পর্যন্ত সেই কালো মেঘ কাটেনি।

আসলে সেই কালো মেঘের ছায়া কখনোই পাকিস্তানের মাথা থেকে সরেনি। ১৯৮৫ সালের অর্থহীন দলহীন নির্বাচন এমন একটি নির্বাচনী প্যাটার্ন তৈরি করে যেখানে গোষ্ঠীগত আনুগত্য দলীয় রাজনীতিকে ছাপিয়ে যায়। ১৯৮৮ সালে আইএসআই নওয়াজ শরিফকে পুতুল নেতা হিসেবে তৈরি করতে আইজেআই (ইসলামী জাম্বুরি ইত্তেহাদ)-কে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়।

সামরিক গোষ্ঠীর মদদপুষ্ট আইজেআই কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যর্থ হলেও পাঞ্জাবে জয় পায় এবং বেনজির ভুট্টোর ক্ষমতা খর্ব হয়। কয়েক বছরের মধ্যে বেনজিরকে বরখাস্ত করা হয়। তবে ১৯৯৩ সালে নওয়াজকে ঠিক একই ভাগ্য বরণ করতে হয়।

এরপর ফের পিপিপি আসে। কিন্তু ১৯৯৬ সালে আবার নওয়াজকে জিতিয়ে আনা হয়। নওয়াজ ধারণা করেছিলেন, তিনি সামরিক গোষ্ঠীকে হাতে রাখতে পারবেন। কিন্তু ১৯৯৯ সালে এক অভ্যুত্থানে গদি হারিয়ে তাঁর সেই ভুল ভাঙে। পারভেজ মোশাররফ নওয়াজকে উৎখাত করে। নওয়াজ এবং বেনজির দুজনকেই দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন এবং দুজনকেই রাজনীতি থেকে চিরতরে বহিষ্কারের ঘোষণা দেন। কিন্তু এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে তাদের ফিরে আসতে দিতে তিনি বাধ্য হন।

পাঠককে নিশ্চয়ই মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার হবে না, এই দীর্ঘ সময়ে সামরিক গোষ্ঠী কখনোই রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ রাজনীতিকদের হাতে ছাড়েনি।

তৃতীয় দফায় নওয়াজকে ছুড়ে ফেলার পর তুলনামূলকভাবে রাজনীতির বাইরের লোককে গদিতে বসাতে চেয়েছিল তারা। সে অনুযায়ী, তারা ইমরান খানকে বেছে নিয়েছিল। কিন্তু ইমরানকে সরিয়ে দেওয়ার পর যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, তা ছিল প্রত্যাশার চেয়ে কিছু বেশি। সামরিক গোষ্ঠী বুঝতে পারছে, ইমরান এখন জনগণের নেতা হয়ে উঠেছেন।

ইমরানের বিপর্যস্ত স্ত্রী বুশরা বিবির মতো আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারছি না। কিন্তু এটুকু আন্দাজ করতে পারি, সামরিক গোষ্ঠী যতক্ষণ না গণতন্ত্রকে চলার সুযোগ করে দিচ্ছে ততক্ষণ পাকিস্তানের উন্নতি হবে না। যতক্ষণ জনগণকে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না, ততক্ষণ ভর দুপুরেও অন্ধকার থাকবে।

মাহির আলি পাকিস্তানের সাংবাদিক ও লেখক

ডন থেকে নেওয়া ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

মেমারি জামিয়ায় সম্পন্ন হল খতমে কুরআন ও খতমে বুখারি সাড়ম্বরে

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও লেখক মরহুম হাফেয গোলাম আহমাদ মোর্তজা (রহ.) প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবাংলার ঐতিহ্যবাহী বহুমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলূম মেমারিতে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, বৃহস্পতিবার সম্পন্ন হল খতমে কুরআন ও খতমে বুখারীর বরকতময় অনুষ্ঠান।

প্রধান অতিথি হিসেবে বুখারী শরীফের শেষ হাদীসের পাঠদান করেন দারুল উলুম দেওবন্দ এর স্বনামধন্য অধ্যাপক ও নায়েবে আমীরুল হিন্দ জনাব মুফতী সালমান মানসূরপুরী সাহেব। মেমারি জামিয়ার অধ্যক্ষ জনাব ক্বারী শামসুদ্দীন আহমাদ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, কুরআন ও হাদীসই হলো আমাদের জীবনের চলার পথের একমাত্র মানদণ্ড। এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নই হল মানব জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি। তিনি সভায় অংশগ্রহণকারী সকল অতিথিদের এই বরকতপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, সারা বাংলায় সর্বপ্রথম এখান থেকেই সূচনা হয় মাওলানা, মুফতী, কারী ও আরবি সাহিত্যের ক্লাস।

চলতি শিক্ষাবর্ষে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মাওলানা বিভাগের ৪৩ জন ও হিফয বিভাগের ৭১ জন ছাত্র ফারেগ হন। প্রধান অতিথির দোয়ার মাধ্যমে মহতী ঐ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

ডিউ ড্রপ একাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: গত রবিবার সারাদিনব্যাপী ডিউ ড্রপ একাডেমির সপ্তম বর্ষ উদযাপিত হল হাওড়া জেলার নলদা গ্রামে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান জুড়ে এলাকার মানুষ অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মনে এক আলাদা উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। প্রতিবেশী গ্রাম গুলো থেকে শত শত মানুষ ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। নলদা গ্রামে ৫৭ বছর আগে তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় অনুমোদন লাভ করেছিল। ২০১৭ সালে পয়লা জানুয়ারি নলদা গ্রামে আরেকটি বাংলা ও ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল ।এই বিদ্যালয়ের নাম সারা ব্লক জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে শিক্ষার গুণগত মানে এই বিদ্যালয় আগামী প্রজন্মের কাছে আশার আলো জুগিয়ে চলেছে। বক্তব্যে উঠে আসে বিভিন্ন অতিথি এবং এলাকার বুদ্ধিজীবীদের কথায় প্রতিষ্ঠাতা সাবিরুল ইসলাম বলেন আর্থিক অভাবে আমি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারিনি ,সেই যন্ত্রণা সেই কষ্ট আমাকে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে। অপেক্ষাকৃত কম আর্থিক সহায়তায় সাধারণ পরিবারের ছেলে মেয়েরা এখানের পড়ার সুযোগ সহজেই নিতে পারে বা পেরেছে। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শক্তিপদ গাঙ্গুলী বক্তব্য রাখেন বর্তমান অধ্যক্ষ কাদের মিদ্যা, এলাকার প্রবীণ শিক্ষক অরুনাভ ও চক্রবর্তী হাফিজুল মল্লিক প্রমূখ ।শিশু সাহিত্যিক কবি আব্দুল করিম বলেন আজো অবধি পৃথিবীতে ১৮ টি সভ্যতা এসেছে গ্রিক সভ্যতা তার মধ্যে সবথেকে উন্নত সভ্যতা এই উন্নত সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গ্রীকের এথেন্স শহরের একদল মানুষ তা করেছিলেন আশা দিয়ে স্বপ্ন দিয়ে প্রেরণা দিয়ে আজ এই এলাকায় ডিউ ড্রপ একাডেমি এরকমই এক স্বপ্ন নিয়ে মানুষের কাছে মানুষের কাজে এগিয়ে চলেছেন। শিশুদের শরীরচর্চা ,নাচ ,গান আবৃত্তি পরিবেশন ছিল চোখে পড়ার মতো, ছিল হৃদয় জোড়া নাটক কাবলি ওয়ালা । শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মিলিত শিক্ষামূলক শ্রুতিনাট্য অনুষ্ঠানে আলাদা আনন্দ মাত্র যোগ করে । নলদা গ্রামে এমনই এক বিদ্যালয় গড়ে উঠবে শিশুদের জন্য ,যা শিক্ষাস্বপ্ন অভিভাবকদের রসদ যোগাবে। আগামী দিনে এই বিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা দানে আরো সাহস যোগাবে এই আশা এলাকার মানুষের মনে।

পুকুরপাড়ে জলের ধারে এই শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিশুমনে আরো উন্নত রসদ জোগাবে বলে অনেকের বক্তব্যর মাঝে উঠে আসে। অনুষ্ঠান শেষে বাৎসরিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সরদার আমেদ মিদ্যা ।

সম্মানিত মহবুবুর রহমান

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি অসমের বিশিষ্ট কলামিস্ট ও লেখক মাওলানা মহবুবুর রহমানকেউত্তর পূর্ব ভারত এমারতে শরয়ীয়াহ ও নদওয়াতুত তামীর এ বছর সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনে তাকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করল। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের সম্মানিত সদস্য এবং বিশ্ববঙ্গ কবি সমাজের বরিষ্ট ব্যক্তিত্ব মহবুবুর রহমানের বহু প্রবন্ধ -নিবন্ধ ইতিপূর্বে প্রায় দেড় দশক ধরে দেশ তথা বহির্ভারতের রকমারি বিভিন্ন উল্লেখ দৈনিক , পাক্ষিক,মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, সাহিত্য সাময়িকী তথা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। ইন্টারন্যাশনেল অনলাইন পোর্টালেও তাঁর বহু লেখা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। উন্নত দেশ গঠনই তাঁর কলমী মিশন।

নদীর চরে বেআইনিভাবে মাটি কাটার ঘটনায় গ্রেফতার ৬জন

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে, বেআইনিভাবে মাটি কাটার ঘটনায় পুলিশের জালে গ্রেপ্তার ৬ অভিযুক্ত। মাটি কাটার নিষিদ্ধ জারি করলেও আবারো বেআইনিভাবে মাটি কাটার ঘটনায় পুলিশের জালে গ্রেপ্তার ৬ জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে হাতেনাতে ধরে ফেলে মাটি মাফিয়াদের।

জানা যায় নদীয়ার শান্তিপুর নৃসিংহ পুর চৌধুরীপাড়া ভাগীরথী নদীর চরে চাষের জমি থেকে মাটি কাটার অভিযোগে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে ছিল ওই এলাকার একাংশ চাষী, এরপরে ওই চাষের জমি থেকে আর যাতে কেউ বেআইনিভাবে মাটি না কাটতে পারে তার জন্য পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। যদিও গতকাল আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আবারো চাষের জমি থেকে মাটি কাটছিল মাটি মাফিয়ারা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হানা দেয় শান্তিপুর থানার পুলিশ এরপর একটি মাটি বোঝাই ট্রলার সহ ৬ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার ধৃতদের রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে পাঠায় পুলিশ। জানা যায় ধৃতদের নাম, দুর্গা মাহাতো, রামপ্রসাদ মাহাতো, দিলীপ মাহাতো, রাজেশ মাহাতো, সুধাম মাহাতো ও সত্যনারায়ণ মাহাতো। যদিও পুলিশের এই ভূমিকায় ওই পঞ্চায়েতের প্রধান বীরেন মাহাতো বলেন, এর আগেও একাধিকবার একই অভিযোগ উঠে এসেছিল।

তাদের তরফ থেকে বারবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল, এরপরে নড়ে চড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন। আগামী দিনে বেআইনিভাবে আর যাতে মাটি কাটা না হয় নিশ্চয়ই পুলিশ প্রশাসন সেদিকে করা নজর রাখবে।

জনজাতি অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে আন্দোলনে নস্য সেখদের সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: জনজাতি অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ফের আন্দোলনে নামল নস্যশেখদের সংগঠন। এক প্রেস বিবৃতিতে এই সংগঠনের পক্ষে জানানো হয়, ২০১৯ সালে এন আর সি চালুর ব্যাপক সম্ভাবনায় দিকে দিকে বিভিন্ন জনজাতি অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে আন্দোলনে নামে। সেই আন্দোলনে একটি দিক ছিল ভূমিপুত্র স্বীকৃতি ও উন্নয়ন বোর্ড আদায়ের আন্দোলন। উত্তরবঙ্গে মুসলিম জনগোষ্ঠীও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময় উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী নস্যশেখ মুসলিমদের নিয়ে যেসব আন্দোলন গড়ে উঠে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি হল নস্য শেখ উন্নয়ন মঞ্চ ও নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদ। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নস্যশেখ উন্নয়ন মঞ্চ ২০১৪ সাল থেকে নস্যশেখদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আন্দোলন শুরু করলেও নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদ ২০১৯ সালের শেষের দিকে পথ চলা শুরু করে। এই দুটি সংগঠনের জনসমর্থন তৈরিতে যথাক্রমে প্রধান ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন গোলাম নবী আজাদ , কাওসার আলম ব্যাপারী, নজরুল মিয়া, এ্যাডভোকেট মনিরুজ্জামান ব্যাপারী,সাহীন আলী সরকার, সাহানুর হোসেন টোটন , রাহুল হক, বাবলু হোসেন সহ অন্যান্যরা। আন্দোলনের ফলে ২০২১ সালে রাজ্য সরকার নস্যশেখ জনগোষ্ঠীর জন্য নস্যশেখ উন্নয়ন বোর্ড তৈরি ঘোষণা করে কোচবিহার জেলা শাসককে চেয়ারম্যান পদে বসিয়ে। কাওসার আলম ব্যাপারী ও গোলাম নবী আজাদের সাংগঠনিক দক্ষতা ও বক্তব্য প্রদানের বিশেষ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে উভয় সংগঠন উত্তরবঙ্গের রাজপথ উত্তাল করে আন্দোলনের মাধ্যমে। গোলাম নবী আজাদের নেতৃত্বে নস্যশেখ উন্নয়ন মঞ্চের দীর্ঘ আন্দোলনে তৈরি করা ভূমিকে কাজে লাগিয়ে আন্দোলনের বিভিন্ন কৌশলে রাজ্য সরকারের কাছে চাপ বাড়াতে থাকেন নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক কাওসার আলম ব্যাপারীর নেতৃত্বে বিশেষ এ্যাকশন টিম। উন্নয়ন বোর্ড পাওয়ার আন্দোলনে বিশিষ্ট আইনজীবী মনিরুজ্জামান ব্যাপারী ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব এ্যাডভোকেট আব্দুল জলিল আহমেদের ভুমিকাও বিশাল। এ ব্যাপারে কাওসার আলম বাপারী বলেন, উন্নয়ন বোর্ড গঠনে রাজ্য সরকার কৌশলে অপেক্ষাকৃত আন্দোলনে কম ভুমিকার ব্যক্তিদের অনেকেই বোর্ড মেম্বার হিসেবে নিয়োগ দেন। সরকার সম্ভবত আন্দোলনে প্রথম সারির নেতৃত্বদের এড়িয়ে যায় অসুবিধার কারণ হতে পারে এ মর্মে । চলতি বছরের জানুয়ারির ২৯ তারিখ কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা দেন অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ নস্যশেখ উন্নয়ন বোর্ড গঠন করে দেবেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, ইতিমধ্যে দশ খানার অধিক লিস্ট জমা পড়েছে উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন পদে অন্তর্ভুক্তির আবেদনে। সেগুলো এখন রাজ্য সরকারের কাছে বিবেচনাধীন। এ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ বোর্ড ঘোষিত হবার প্রবল সম্ভাবনা। এবারেও হয়তো যোগ্য ব্যক্তিরা বঞ্চিত হয়ে, অপেক্ষাকৃত কম ভুমিকার রাখা ব্যাক্তিরা দায়িত্ব পেতে পারে। আন্দোলনে যারা বিরোধিতা করেছিল তারাও হয়তো বোর্ড মেম্বার হয়ে বসে থাকবে বলে সুত্র মারফত খবর। এ রকম হলে আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকা রাখা ব্যক্তিদের এবারেও এড়িয়ে যাওয়া হবে বিশেষ অপ উদ্দেশ্যে বলে আমরা মনে করব। তাই আমরা নিরপেক্ষ প্রতিবাদী মঞ্চের তরফে সরকারের প্রতি দাবি রাখছি যারা আন্দোলনে প্রধান ও বিশেষ অবদান রেখেছে তাদের পূর্ণাঙ্গ নস্যশেখ উন্নয়ন বোর্ড গঠনে অগ্রাধিকার দেয়া হোক।প্রকৃত যোগ্যরা জায়গা না পেলে বঞ্চনার ক্ষোভ কঠিন ফল বয়ে আনবে ।

পূর্ব বর্ধমানে দামোদরের উপর হবে দ্বিতীয় শিল্প সেতু, ঘোষণা বাজেটে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: দক্ষিণ দামোদর এলাকার মানুষদের হতে চলেছে স্বপ্ন পূরণ দামোদর নদীর উপর কৃষক সেতুর পাশে তৈরি করা হবে শিল্প সেতু। বাজেটে ঘোষণা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের ।

চার লেনের এই সেতুর দৈর্ঘ্য হবে ৬৪০মিটার। আগামী তিন বছরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা হবে। খরচ হবে আনুমানিক ২৪৬ কোটি টাকা।

কৃষক সেতুর উপর দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করে হাজার হাজার যানবাহন এই সেতুর উপর যাতায়াত করে পূর্ব বর্ধমান ছাড়াও বাঁকুড়া, হুগলী ও দুই মেদিনীপুর জেলার মানুষেরা। কলকাতাগামী অসংখ্য গাড়ি এই পথে যাতায়াত করে। তাই দামোদর নদীর উপর একটি নতুন সেতুর প্রয়োজন এই দাবি বারবার করেছেন এলাকাবাসীরা। সেই দাবির উপর ভিত্তি করেই দামোদর নদীর উপর একটি নতুন সেতুর প্রয়োজন এই আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বারবার জানিয়েছেন এলাকার মন্ত্রী থেকে শুরু করে এলাকার বিধায়কগণ ও বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা। আজ সেই দাবিকে মান্যতা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।প্রকল্পটির প্রথম বছরের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।এই খবরে দক্ষিণ দামোদরের রায়না , খন্ডঘোষ, মাধবডিহি, জামালপুর,ইন্দাস , পাত্রসায়ের এলাকা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবে ।এই এলাকার সাধারণ মানুষের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে।

ইসিজি করাতে গিয়ে ডায়গনস্টিক সেন্টারে শ্লীলতাহানির শিকার

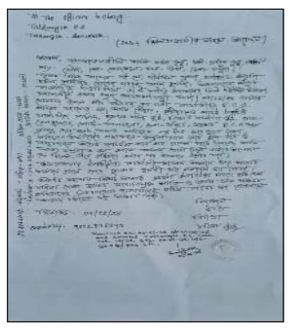

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ইসিজি করাতে গিয়ে ডায়গনোস্টিক সেন্টারে শ্লীলতাহানির শিকার মহিলা, থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই ফেরার অভিযুক্ত ।

বুকে ব্যাথার চিকিৎসা করাতে গিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শে ডায়গনোস্টিক সেন্টারে ইসিজি করাতে গিয়ে শ্লীলতাহানির শিকার হলেন এক মহিলা। থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই ফেরার অভিযুক্ত ডায়গনোস্টিক সেন্টারের মালিক। বাঁকুড়ার তালডাংরার এই ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে হইচই। অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবীতে সরব হয়েছেন নিগৃহিতার পরিবার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বাঁকুড়ার ওন্দা থানার নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক মহিলার বুকে ব্যাথা হওয়ায় তিনি তালডাংরায় এক চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা করাতে যান। চিকিৎসক তাঁকে ইসিজি করিয়ে আনার পরামর্শ দিলে ওই মহিলা স্বামীকে নিয়ে তালডাংরা বাজারে মেসার্স নিউ মা কালী নামের একটি ওষুধের দোকানে যান। ওই দোকানের মালিক মৃনাল কান্তি ভুঁই ওষুধ দোকান চালানোর পাশাপাশি একটি ডায়গনোস্টিক সেন্টার চালান। অভিযোগ ইসিজি করে দেওয়ার নাম করে ওই মহিলাকে ওষুধ দোকানের পাশের একটি ঘরে ঢুকিয়ে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে তাঁর শ্লীলতাহানি করেন মৃনাল কান্তি ভুঁই। নিগৃহিতা প্রতিবাদ করলেও সে কথায় কান দেয়নি মৃনাল কান্তি ভুঁই। পরে নিগৃহিতা দোকান থেকে বেরিয়ে এসে গোটা ঘটনাটি জানান তাঁর স্বামীকে। এরপর ওষুধ দোকানের মালিকের নামে তালডাংরা থানায় শ্লীলতাহানির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মহিলা। এদিকে এই ঘটনার পরই এলাকা জুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি বুঝে দোকান বন্ধ করে গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত। নিগৃহিতা ও তাঁর স্বামীর দাবী এই প্রথমবার নয় ডায়গনোস্টিক সেন্টারের ওই মালিক এর আগেও একাধিকবার বিভিন্ন মহিলাকে ইসিজি করার নামে একটি আলাদা রুমে ঢুকিয়ে শ্লীলতাহানি করেছে। একাধিকবার থানায় অভিযোগও হয়েছে। ওই ডায়গনোস্টিক সেন্টারে নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে কোনো মহিলা কর্মী না রেখে এভাবেই মহিলাদের ইসিজি করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। মহিলা কর্মীর উপস্থিতি ছাড়া এক মহিলার ইসিজি করার অভিযোগ স্বীকার করে নিলেও তাঁকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্তর স্ত্রী। তাঁর দাবী ব্যবসায়িক হিংসার কারনেই তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে।

যুবকের তৎপরতায় উদ্ধার লক্ষ্মী পেঁচা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: স্থানীয় এক যুবকের তৎপরতায় উদ্ধার একটি পেঁচা।তুলে দেওয়া হল বন দফতরের হাতে। বৃহস্পতিবার সকালে জয়নগর মিত্রগঞ্জে কুলপি রোডের পাশের একটি পুকুরের ওপর থাকা জালে একটি পেঁচাকে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় অমিত দাস নামে এক যুবক বন দফতরের বারুইপুর রেঞ্জের মথুরাপুর বিট অফিসে যোগাযোগ করে। আর খবর পেয়ে বন দফতরের মথুরাপুর বিট অফিসের তিন কর্মী এসে উদ্ধারকারী অমিত দাসের কাছ থেকে পেঁচাটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।এ ব্যাপারে বন দফতরের কর্মীরা জানান, এটি একটি লক্ষ্মী পেঁচা। জালে জড়িয়ে পায়ে সামান্য চোট পেয়েছে। আমরা ওর শারীরিক পরীক্ষা করে সুস্থ করে নরেন্দ্রপুর অভয়ারণ্যে পাঠিয়ে দেব।

আর এব্যাপারে পেঁচা উদ্ধারকারী অমিত দাস নামে এক যুবক বলেন,এই পেঁচা বর্তমানে বিরল। তাই বন দফতরের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি খুশি।

কাদোয়া গ্রামে নতুন মাদ্রাসার উদ্বোধন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ জেলার কাদোয়া গ্রামে নির্মিত 'আল মাদ্রাসাতুল কাদেরিয়াতুল মুস্তারশিদিয়া'-র শুভ উদ্বোধন হল। উদ্বোধনের পর ছাত্রদের নিয়ে কোরান শরীফ তেলাওয়াত হয়। তারপর তাকবীর ও মোনাজাত হয়। সব শেষে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। তারপর ছাত্র রা নিজেদের শ্রেণিকক্ষে চলে যায়। এই মাদ্রাসা-য় কাদেরিয়া তরিকাসহ দ্বীনি তালিম এবং সেই সাথে ইংরেজি, বিজ্ঞান, কম্পিউটার সহ সবরকম শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে আরবি বিষয় ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুসরণ করা হবে। আপাতত চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ।

পরীক্ষা কেন্দ্রে অসুস্থ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল হরিহরপাড়ার দুই ছাত্রী। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার পদ্মনাভপুর হাই মাদ্রাসার ছাত্রী , ওই ছাত্রীদের নাম জানা যায় সাবনাজ খাতুন ও মামনি খাতুন। পরীক্ষার সেন্টার পড়েছিল বহরমপুর ব্লকের গঙ্গাপ্রসাদ হাই মাদ্রাসায়।এদিন মায়ের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল। আজকে ছিল ইতিহাস পরীক্ষা। পরীক্ষার খাতা দেওয়ার পর পরীক্ষা ভালই দিচ্ছিল হটাৎ দুপুর ১২ টা নাগাদ পরীক্ষাকেন্দ্রে অসুস্থ হয়ে পড়ে দুই পরীক্ষার্থী। একজনের বুকে যন্ত্রনা শুরু হয় এবং আরেক জনের শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অস্ত্র ও গুলি পাচারের আগে পুলিশের জালে

রাকিবুল ইসলাম ● দৌলতাবাদ

আপনজন:গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানার ঘাশীপুর মোড় সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি চালায় দৌলতাবাদ থানার ওসি দীপক হালদার সহ তার টিম, ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করে তার কাছে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় একটি ওয়ান সাটার পিস্তল সহ এক রাউন্ড গুলি তার পরেই ওই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম পুলিশ সূত্রে জানা যায় হাসানুজ্জামান মন্ডল, তার বাড়ি দৌলতাবাদের শার্শাবাদ পশ্চিমপাড়া এলাকায়। ধৃত যুবককে বৃহস্পতিবার বিচারকের কাছে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন চেয়ে বহরমপুর জেলা জজ আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। কোথায় থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসা হয়েছিল কোথায় পাচার করতো এই ঘটনায় আর কে বা কারা জড়িত আছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দৌলতাবাদ থানার পুলিশ।

ডালখোলা কলেজের কম্বল বিতরণ

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: ডালখোলা শ্রী অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট ও ডালখোলা সংস্কৃতি কেন্দ্র এর সহযোগিতা কলেজ প্রাঙ্গণে এলাকার গরিব অসহায় মানুষদের শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ডালখোলা কলেজের প্রিন্সিপাল তথা ডালখোলা সংস্কৃতি কেন্দ্র এর সেক্রেটারি ড. ডক্টর জয়িতা বসু বলেন, মোট ৬০ জনকে বিতরণ করা হলো আজ। আগের বিতরণী অনুষ্ঠান এসবিএই ব্যাংকের সাথে হলেও এবারের অনুষ্ঠান হলো ডালখোলা সংস্কৃতি কেন্দ্র এর সাথে, এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ২০০৪ সালে। আজকের অনুষ্ঠানের সাফল্যে আমরা প্রত্যেকেই আনন্দিত।

উপস্থিত ছিলেন ডালখোলা কলেজের প্রিন্সিপাল তথা ডালখোলা সংস্কৃতি কেন্দ্র এর সেক্রেটারি ড. ডক্টর জয়িতা বসু, ডালখোলা সংস্কৃতি কেন্দ্র এর কোষাধ্যক্ষ শুরেস সরকার, ডালখোলা এস.বি.আই ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সঞ্জীব কুমার, ডালখোলা মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস এর প্রোগ্রাম অফিসের দীলিপ হাজরা সহ আরো অনেকেই।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সুতি থানার ছাবঘাটি সানুরমোড় এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেফতার করলো মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার পুলিশ। ধৃত ওই যুবকের নাম সাহু শেখ। তার বাড়ি সুতি থানার ছাবঘাটি সানুরমোর এলাকা। পুলিশ সূত্রে জানাযায় ধৃতের কাছ থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠায় পুলিশ। কি উদ্দেশ্যে ও কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসেছিল তা খতিয়ে দেখছে সুতি থানার পুলিশ।

মাধ্যমিক ২০২৪

অনুসন্ধান কলকাতার মক টেস্ট

ভৌত বিজ্ঞান

PHYSICAL SCIENCE

Time- Three Hours Fifteen Minutes

(First FIFTEEN minutes for reading question paper only)

Full Marks - 90

Special credit will be given for answers which are brief and to the point.

Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting.

(নতুন পাঠ্যসূচি)

(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী)

GROUP A [15×1 = 15]

A. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো ।

1. কোনটি গ্রীন হাউস গ্যাস নয় –
[a] O_3 [b] O_2
[c] CFC [d] H_2O

2. কেলভিন স্কেলে বিভিন্ন স্থির চাপে রাখা গ্যাসের আয়তন vs উষ্ণতা লেখচিত্রগুলি উষ্ণতা অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করবে –
[a] 0 [b] 273 [c] –273 [d] 373

3. 1 torr = ? mmHg –
[a] 1 [b] 76 [c] 760 [d] 1000

4. একটি অবতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব 20 cm । বস্তু দর্পণ থেকে কত দূরে রাখলে বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব পাওয়া যাবে –
[a] 30 cm [b] 5 cm
[c] দুটিই ঠিক [d] কোনোটীই নয়

5. একটি জলের নীচে থাকা বায়ুর বুদবুদ কিসের ন্যায় আচরণ করবে ? –
[a] অবতল দর্পণ, [b] অবতল লেন্স
[c] উত্তল দর্পণ , [d] উত্তল লেন্স

6. কোন ভৌত রাশির একক জুল/কুলম্ব –
[a] প্রবাহমাত্রা [b] রোধ [c] বিভব [d] রোধাংক

7. নীচের কোন যন্ত্রটি সর্বদাই শুধুমাত্র লাইভ তারের সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে –
[a] প্লাগ [b] সকেট [c] সুইচ [d] ফিউজ

8. একটি $_{92}U^{238}$ থেকে পরপর কয়টি কি ধরণের কণা নিঃসৃত হলে ইহার একটি আইসোটোপ উৎপন্ন হবে –
[a] একটি আলফা, একটি বিটা, [b] একটি আলফা, দুটি বিটা,
[c] দুটি আলফা, একটি বিটা, [d] দুটি আলফা, দুটি বিটা

9. কোন নিষ্ক্রিয় গ্যাসটি তেজস্ক্রিয় –
[a] হিলিয়াম [b] অ্যার্গন [c] রেডন [d] জেনন

10. সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন কি –
[a] H_2SO_4 [b] $H_2S_2O_7$ [c] H_2S [d] $H_2S_2O_8$

11. দ্বিধাতব পাত কোথায় ব্যবহৃত হয় –
[a] রেললাইনের জোড়ে, [b] রেফ্রিজারেটরে, [c] কলিং বেলে , [d] ইলেক্ট্রিক হিটারে

12. নীচের কোন ধাতুটি তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিষ্কাশন করা হয় না বরং স্বতঃবিজারণ প্রক্রিয়ায় নিষ্কাশন করা হয় –
[a] তামা, [b] অ্যালুমিনিয়াম, [c] সোডিয়াম , [d] ক্যালশিয়াম

13. তামার উপর রুপার প্রলেপ দিতে হলে কি তড়িৎ বিশ্লেষ্য [জলীয় দ্রবণ] নিতে হবে-
[a] AgCl , [b] $AgNO_3$,
[c] $KAg(CN)_2$, [d] AgO

14. তামার পাত্র বাতাসে রাখলে তা সবুজ হয়ে যাওয়ার জন্যে দায়ী যে যৌগটি সেটি হলো –
[a] বেসিক কপার নাইট্রেট, [b] বেসিক কপার কার্বনেট,
[c] বেসিক কপার ক্লোরাইড, [d] কপার অক্সাইড

15. কার্বন ব্ল্যাক পাওয়া যায় কোন গ্যাস থেকে –
[a] বিউটেন [b] প্রোপেন [c] মিথেন [d] ইথেন

GROUP B [21×1 =21]

এককথায় বা একটি বাক্যে উত্তর দাও ।

1. E-20 পেট্রোল কি ?
2. হাইড্রোজেনের ক্যালরি মূল্য কত ?

OR

একটি সৌরকোশের তড়িচ্চালক বল কত হয় ?

3. গ্যাস অণুগুলির মধ্যে কি ধরণের গতি দেখা যায় ?
4. তাপ পরিবাহিতাংকের সংজ্ঞা দাও ।
5. UV রশ্মি ..... অতিক্রম করতে পারেনা। [শূন্যস্থান পূরণ করো] ।

OR

কেলাসের গঠন জানতে কোন রশ্মি ব্যবহৃত হয় ?

6. রামধনু গঠনের সঙ্গে আলোর আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন এবং বিচ্ছুরণ ঘটনাদুটি জড়িত [সত্য অথবা মিথ্যা লেখো] ।
7. অর্ধপরিবাহী পদার্থের V-I লেখচিত্র দেখাও ।
8. তড়িচ্চুম্বকের শক্তি বৃদ্ধি করার একটি উপায় লেখো ।

OR

DC মোটরে আর্মেচারের কাজ কি ?

9. $N_7^{14} + He_2^4 \longrightarrow O_8^{17} + x$

উপরোক্ত নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় x কণাটি চিহ্নিত করো ।

10. একটি তেজস্ক্রিয় নিষ্ক্রীয় মৌলের উদাহরণ দাও।

OR

একটি ল্যান্থানাইড মৌলের ব্যবহার লেখো ।

11. কোন মৌলটির আয়নন বিভব সর্বাধিক ?

OR

একটি তরল অবস্থায় প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয় মৌলের নাম লেখো ।

12. NH_3 অণুর লুইস ডট গঠন দেখাও ।
13. সালফান কি ?

OR

সালফিউরিক অ্যাসিডের শিল্প প্রস্তুতিকে স্পর্শ পদ্ধতি বলা হয় কেন ?

14. **A স্তম্ভ ও B স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো ।**

Column A	Column B
[i] অ্যামোনিয়া	[a] প্রথম সংশ্লেষিত জৈব যৌগ
[ii] কার্বন ডাই অক্সাইড	[b] বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতি
[iii] নাইট্রোজেন	[c] ক্ষারধর্মী গ্যাস
[iv] ইউরিয়া	[d] কিপযন্ত্রে প্রস্তুত করা যায়

15. তীব্র এবং মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থর একটি করে উদাহরণ দাও ।

OR

তড়িৎ লেপনের একটি উদ্দেশ্য লেখো ।

16. অ্যামোনিয়া শুষ্ক করতে কোন পদার্থ ব্যবহার করা হয় ?
17. মিথেনে H-C-H বন্ধন কোণের মান লেখ ।
18. 2-ক্লোরো প্রোপানলের গঠন সংকেত দেখাও ।

OR

CNG গ্যাসের প্রধান উপাদান কি ?

GROUP C [9×2 = 18]

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও । বিকল্পগুলি লক্ষ্যণীয় ।

1. ওজোন গ্যাসের ধ্বংস কিভাবে সাধিত হয় ?

OR

সৌরশক্তি এবং বায়ুশক্তির একটি করে সুবিধা ও অসুবিধা লেখো । (1+1)

2. আদর্শ গ্যাসের সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করো ।

3. সুর্যাস্তের সময় আকাশ লালচে দেখায় কেন ?

OR

উত্তল লেন্সের অভিসারী ক্রিয়া বলতে কি বোঝ ?

4. একটি তারকে টেনে দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করা হলো । ওর আয়তন অপরিবর্তিত থাকলে উহার রোধের কি পরিবর্তন হবে ?

OR

দুটি তারের রোধ, প্রস্থছেদের ক্ষেত্রফল এবং দৈর্ঘ্যের অনুপাত যথাক্রমে 1 : 2, 2 : 3 ও 3 : 4 হলে উহাদের রোধাংকের অনুপাত কত হবে ?

5. আয়নীয় এবং সমযোজী যৌগের দুটি পার্থক্য লেখো ।

6. কিভাবে প্রমাণ করবে যে NH_3 একটি বিজারক পদার্থ ?

OR

NH_3 গ্যাসের পরীক্ষাগার প্রস্তুতির নীতি এবং শমিত সমীকরণ দাও ।

7. SO_3 –কে সরাসরি জলে দ্রবীভূত করে H_2SO_4 তৈরী করা হয় না কেন?

8. সব আকরিকই খনিজ কিন্তু সব খনিজ আকরিক নয় – একথা কেন বলা হয় ?

OR

কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয় এরুপ একটি ধাতুর একটি ধাতুসংকরের নাম কর এবং সেই ধাতুসংকরের একটি ব্যবহার লেখো । (1+1)

9. একটি বিক্রিয়া দ্বারা কিভাবে ইথেন ও ইথিন গ্যাসের মধ্যে পার্থক্য করবে ?

GROUP D [36]

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও । বিকল্পগুলি লক্ষ্যণীয় ।

1. অ্যাভোগাড্রো সূত্রটি বিবৃত করো । ইহার সাহায্যে প্রমাণ করো যে গ্যাসের আণবিক গুরুত্ব = 2 × বাষ্পঘনত্ব ।

1+2

OR

[a] বয়েলের সূত্রটি লেখো ।

[b] একটি বায়ুর বুদ্‌বুদ একটি হ্রদের তলদেশ থেকে উপরে উঠে আসলে উহার আয়তন চারগুণ হয় । হ্রদের আনুমানিক গভীরতা কত ? প্রদত্ত যে প্রমাণ বায়ুমন্ডলীয় চাপ = 10^5 Pa

1+2

2. 27^0 উষ্ণতায় 2.2 গ্রাম কার্বন-ডাই-অক্সাইডের চাপ 380 mm হলে আয়তন কত হবে?

OR

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$$

একটি জিংকের ছিবড়ার নমুনায় 20% অশুদ্ধি থাকে । STP-তে 1120 cc হাইড্রোজেন গ্যাস পেতে এইরুপ কতটা জিংকের ছিবড়া দরকার ?

[Zn = 65.4, S = 32, O = 16, H = 1,]

3. বিভিন্ন কঠিনের তাপ পরিবাহিতা বিভিন্ন – কিভাবে একটি সহজ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করবে ?

OR

কোন পদার্থের তাপ পরিবহনের হার কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

4. একটি সমবাহু প্রিজমের মধ্যে আলোর বিচ্যুতি কোণ আপতন কোণের অর্ধেক এবং আপতন কোণ নির্গমন কোণের অর্ধেক । উহার বিচ্যুতি কোণের পরিমাণ নির্ণয় করো ।

OR

একটি অবতল দর্পণের সামনে ফোকাস এবং বক্রতা কেন্দ্রের মাঝখানে কোথাও কোনো বস্তু রাখলে উহার প্রতিবিম্ব গঠন দেখাও । ঐ প্রতিবিম্বের বৈশিষ্ট্য গুলি লেখো । 2+1

5. [a] আলোর বিক্ষেপণ বলতে কি বোঝ ? [b] পরীক্ষাগারে কিভাবে বিশুদ্ধ বর্ণালী সৃষ্টি করা যায় ?

1+2

6. একটি বালবের রেটিং 220V-50W বলতে কি বোঝ ? উহার ফিলামেন্টের রোধ কত ? 220 V লাইনে সংযুক্ত অবস্থায় উহার মধ্যে দিয়ে প্রবাহমাত্রা নির্ণয় করো ।

1+1+1

OR

নিচের বর্তনীর তুল্যরোধ ও প্রবাহমাত্রা নির্ণয় করো ।

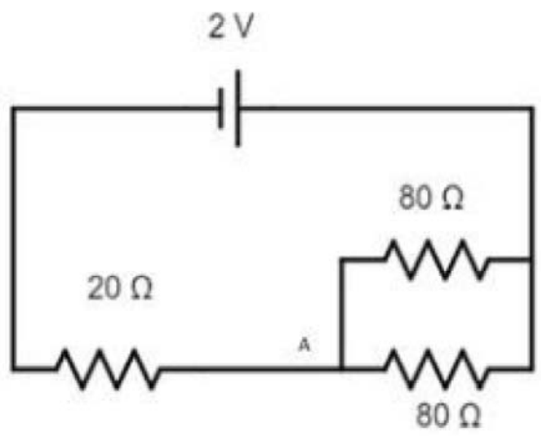

7. [a] তড়িৎ চুম্বক কি ? [b] উহার সাথে দন্ডচুম্বকের একটি সাদৃশ্য এবং একটি বৈসাদৃশ্য লেখো । [c] DC মোটরে কমিউটেটরের কাজ কি ?

1+1+1

OR

তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ সংক্রান্ত ফ্যারাডের সূত্র লেখো । ইহার সাহায্যে ব্যাখ্যা করো যে উড়ন্ত প্লেনের ডানার দুই প্রান্তের মধ্যে একটি তড়িচ্চালক বল কেন সৃষ্টি হয় ?

1+2

8. [a] তেজস্ক্রিয়তার সংজ্ঞা দাও ।

[b] প্রতি নিউক্লিয়নে বন্ধন শক্তির গুরুত্ব কি ?

[c] নিউক্লীয় সংযোজন করতে হলে আগে নিউক্লীয় বিভাজন ঘটাতে হয় কেন ?

1+1+1

9. তড়িৎ ঋণাত্মকতা কি ? পর্যায় সারণীর কোনো পর্যায়ে বাম দিক থেকে ডানদিকে গেলে কেন তড়িৎ ঋণাত্মকতা বৃদ্ধি পায় ? 1+2

OR

[a] হাইড্রোজেনকে দুষ্ট মৌল কেন বলা হয় ?

[b] একা-বোরন কি ? 2+1

10. [a] তড়িৎ বিশ্লেষ্য এবং ধাতব পরিবাহীর 4টি পার্থক্য লেখো।

[b] কার্বন তড়িৎদ্বার দ্বারা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে অ্যানোডে কি উৎপন্ন হয় ?

2+1

11. [a] ইউরিয়া প্রস্তুতির নীতি এবং শমিত সমীকরণ লেখো ।

[b] নেসলার বিকারক কি ?

2+1

12. [a] কার্যকরী মূলক ঘটিত সমাবয়বতা বলতে কি বোঝ? এরুপ সমাবয়বের উদাহরণ দাও।

[b] মৃদু সূর্যালোকের উপস্থিতিতে মিথেন গ্যাসের সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়ার অন্তিম যৌগটির গঠনগত সংকেত লেখো ।

1+1+1

OR

[a] বায়ো পলিমার কি ?

[b] কিভাবে পরিবর্তন করবে: ইথানল -----→ ইথিলিন

1+2

*****

শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য ...পাশেই আছি
আধুনিক শিক্ষার অনন্য প্রতিষ্ঠান
দানবীর অ্যাকাডেমি
আবাসিক: প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত (বালক)
ভর্তি চলিতেছে শিক্ষাবর্ষ ২০২৪
আমাদের পরিষেবা: শান্ত নিরিবিলি, দূষণমুক্ত ঘরোয়া পরিবেশ ▸▸ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছাত্রদের পড়াশোনা করানো হয় ▸▸ উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ▸▸ খেলাধূলার সুবিধার জন্য মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়াম ▸▸ বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
দুস্থ, মেধাবি ও এতিম ছাত্রদের বিশেষ সুযোগ
দানবীর হেলথ কেয়ার
সপ্তাহিক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

দানবীরের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়।
পরিচালনায়: দানবীর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট
বাড়গড়চুমুক, শ্যামপুর, হাওড়া, পিন-৭১১৩১২
৯৭৩৪৩৮৭৫৫৮
৯১৪৩০৭৬৭০৮

ক্যানসারজয়ী হলারের গোলে ফাইনালে আইভরিকোস্ট, প্রতিপক্ষ নাইজেরিয়া

আপনজন ডেস্ক: ২০১৫ সালে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রকে হারিয়ে আফ্রিকান কাপ অব নেশনসের ফাইনালে উঠেছিল আইভরিকোস্ট, সেবার চ্যাম্পিয়নও হয়েছিল তারা। এবারও কি সেটাই হতে চলেছে? গত রাতে সেই গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রকে হারিয়েই যে ৯ বছর পর আবারও নেশনস কাপের নাম লেখাল আইভরিকোস্ট।
আবিদজানে অলিম্পিক স্টেডিয়াম অব এবিম্পেতে আইভরিকোস্টকে ফাইনালে নিয়ে যাওয়ার নায়ক 'মৃত্যুঞ্জয়ী' সেবাস্তিয়ান হলার। বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের এই স্ট্রাইকার মরণব্যাধি ক্যানসার জয় করে গত বছর মাঠে ফিরেছেন। ৬৫ মিনিটে তাঁর মিস-হিট শট স্বাগতিকদের আনন্দের উপলক্ষ এনে দিয়েছে। রোববার আবিদজানেই ফাইনালে আইভরিকোস্টের প্রতিপক্ষ নাইজেরিয়া। বুয়াকেতে গতকাল রাতে আগের সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে টাইব্রেকারে ৪-২ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে আফ্রিকার 'সুপার ইগল'রা।
নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচ ১-১ গোলে সমতায় ছিল। আইভরিকোস্ট এ নিয়ে পঞ্চমবারের মতো নেশনস কাপের ফাইনালে উঠল। নাইজেরিয়ার জন্য এটা হতে চলেছে অষ্টম ফাইনাল। তবে দুই দল এবারই প্রথম শিরোপার লড়াইয়ে মুখোমুখি হতে চলেছে। দল দুটি এবারের আসরে একই গ্রুপে পড়েছিল। গ্রুপ পর্বের সে ম্যাচে আইভরিকোস্টকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল নাইজেরিয়া। স্বাগতিক আইভরিকোস্ট এরপর ফিফা রযাঙ্কিংয়ে নিজেদের চেয়ে ৩৯ ধাপ পিছিয়ে থাকা ইকুয়াটোরিয়াল গিনির কাছে ৪-০ ব্যবধানে বিধ্বস্ত হয়।
টানা দুই হারে গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে পড়ার শঙ্কায় পড়েছিল আইভরিকোস্ট। দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের (এফআইএফ) কর্মকর্তারা ধরেই নিয়েছিলেন, তাদের দল নকআউট পর্বে উঠতে পারবে না। তাই ইকুয়াটোরিয়াল গিনির কাছে বাজেভাবে হারের পরদিনই দলটির ফরাসি কোচ জঁ লুই গ্যাসেকে বরখাস্ত করা হয়। অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয় আইভরিয়ান কিংবদন্তি দিদিয়ের দ্রগবার একসময়ের সতীর্থ এমার্স ফায়েকে। সেই ফায়ের হাত ধরেই শেষ ষোলো, কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালের বাধা টপকে ফাইনালে পৌঁছে গেল দলটি।
২০২৩ সালে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে জাতীয় নির্বাচনের পর থেকে দেশটিতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। রাজনৈতিক কলহও বেড়েছে। দেশটির সরকার 'এম২৩' নামের একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সশস্ত্র বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে সংহতি জানাতে কাল গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের ফুটবলাররা জাতীয় সংগীত গাননি। দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রভাব ফুটবলাররা অবশ্য মাঠে পড়তে দেননি। প্রতিপক্ষের মাঠে প্রথম ১০ মিনিট তাঁরাই বরং আধিপত্য বিস্তার করে খেলছেন। তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের গুছিয়ে নেয় আইভরিকোস্ট। বিরতির আগে দারুণ দুটি সুযোগ তৈরি করেছিলেন হলার ও ফ্রাঙ্ক কেসি। তবে হলার তাঁর হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। আর এ মৌসুমেই বার্সেলোনা ছেড়ে সৌদি ক্লাব আল আহলিতে যোগ দেওয়া কেসির শট পোস্টে লেগে ফেরে।
৬৫ মিনিটে ঠিকই এগিয়ে যায় আইভরিকোস্ট। ম্যাক্স-আলাইন গ্রাদেলের ক্রস থেকে হলারের ভলি বাড়তি বাউন্স করে প্রতিপক্ষ গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে জড়ায় জালে। হলার যে শটটি নিতে চেয়েছিলেন, সেটা ঠিকঠাক নিতে পারেননি। কিন্তু সেটা আইভরিকোস্টের জন্য 'শাপেবর' হয়ে ওঠে। দলকে ফাইনালে তোলা গোলটা এই আসরে ডর্টমুন্ড স্ট্রাইকারেরও প্রথম গোল।
বুয়াকেতে আগের সেমিফাইনালে নির্ধারিত সময়ে দুটি গোলই হয়েছে পেনাল্টি থেকে। ৬৭ মিনিটে সফল স্পট কিকে নাইজেরিয়াকে এগিয়ে দেন উইলিয়াম ক্রস্ত-ইকোং। ৯০ মিনিটে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ম্যাচে ফেরায় টেবোহো মোকেনার পেনাল্টি গোল। এরপর খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানে ২৫ মিনিটে নিজেদের ডি বক্সের ঠিক বাইরে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন দক্ষিণ আফ্রিকার মিডফিল্ডার গ্র্যান্ট কেকানা। তবে প্রতিপক্ষের চেয়ে একজন বেশি নিয়ে খেলার সুবিধা কাজে লাগাতে পারেনি নাইজেরিয়া।
শেষ পর্যন্ত খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার দুটি শট ঠেকিয়ে নায়ক বনে যান নাইজেরিয়ার গোলকিপার স্ট্যানলি এনওয়াবালি। দলের শেষ শটে লেস্টার সিটি স্ট্রাইকার কেলেচি আইহিয়ানাচো বল জালে পাঠাতেই উল্লাসে ফেটে পড়ে নাইজেরিয়া।

স্মিথ, উইলিয়ামসন, রুট, কোহলির মধ্যে 'ফার্স্ট' হবেন কে

আপনজন ডেস্ক: ৩২, ৩১, ৩০, ২৯–যেন কোনো ক্লাসে চার শিক্ষার্থীর রোল নম্বর। এমন রোল হলে অবশ্য তাঁদের ভালো শিক্ষার্থী বলার সুযোগ খুব একটা নেই। তবে এই সংখ্যাগুলো পড়াশোনার দুনিয়ার নয়। এই সংখ্যাগুলো ক্রিকেটের এবং যাঁদের নামের সঙ্গে সংখ্যাগুলো জড়িয়ে, তাঁরা শুধু ভালো নন, এককথায় দুর্দান্ত। তাঁরা ক্রিকেটের 'ফ্যাব ফোর'খ্যাত–স্টিভ স্মিথ, কেইন উইলিয়ামসন, জো রুট ও বিরাট কোহলি। বর্তমান সময়ে খেলে যাচ্ছেন, এমন টেস্ট ক্রিকেটারদের মধ্যে এই চারজনের টেস্ট শতকসংখ্যাই সর্বোচ্চ।
সর্বশেষ ৯ টেস্ট ইনিংসে উইলিয়ামসনের শতক সংখ্যা ফ্যাব ফোরের মধ্যে সর্বোচ্চ শতক স্মিথের–৩২। সর্বশেষ ৯ টেস্ট ইনিংসের ৬টিতেই শতক পাওয়া উইলিয়ামসনের শতকসংখ্যা ৩১। রুটের শতক ৩০টি। ফ্যাব ফোরে শতকের তালিকায় সবার নিচের নামটি কোহলির–২৯টি।
অবশ্য সব সংস্করণ মিলিয়ে বাকি তিনজন কোহলির ধারেকাছেও নেই। কোহলির আন্তর্জাতিক শতক ৮০টি। ফ্যাব ফোরের মধ্যে কোহলির সবচেয়ে কাছাকাছি যিনি, সেই রুটের শতক ৪৭টি। তবে শুধু টেস্ট ক্রিকেট আমলে নিলে কোহলি খানিকটা পিছিয়ে। সেটা শুধু শতকের বেলায়ই নয়, ব্যাটিং গড়েও। টেস্টে ফ্যাব ফোরের মধ্যে শুধু কোহলির গড়ই ৫০–এর নিচে–৪৯.১৫।
ক্লাসে পাশাপাশি রোল হলে কী হয়? কে কাকে কীভাবে সহায়তা করবে, এই আলোচনার পাশাপাশি একে অপরকে ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও চলে। ফ্যাব ফোরের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা আলাদা নয়। তাঁরা প্রতিনিয়তই একে অপরকে তাতিয়ে দিচ্ছেন সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। কিন্তু এই চারজনের মধ্যে সবার ওপরে থেকে ক্যারিয়ার শেষ করতে পারেন কে? টেস্টে কার শতক হবে সবচেয়ে বেশি?
ভবিষ্যদ্বাণীটা এখনই করার সুযোগ নেই। তবে একটা ধারণা তো করাই যায়। 'ফার্স্ট বয়' স্মিথকে নিয়েই শুরু করা যাক। স্মিথের বয়স ৩৪ বছর। প্রায় ১৪ বছর টেস্ট খেলা স্মিথ আর কত দিন খেলবেন? এমনিতেই গত বছরটা স্মিথের মানের তুলনায় ভালো যায়নি। ২৪ ইনিংসে রান ৯২৯, ব্যাটিং গড় ৪২.২২, শতক ৩টি, অর্ধশতক ৩টি। এখন আবার নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন, ওপেন করছেন টেস্টে। টেস্ট ক্যারিয়ারে প্রতি ৬ ইনিংস পরপরই শতকের দেখা পেয়েছেন স্মিথ। সে হিসাবে, আগামী ২৪ টেস্টে ৪৮ ইনিংস খেললে স্মিথ আরও ৮টি শতক করতে পারেন। নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে ধরা যাক স্মিথ আগামী ৩ বছর খেলবেন। ভবিষ্যৎ সফরসূচি (এফটিপি) অনুযায়ী, এই তিন বছরে অস্ট্রেলিয়া খেলবে ২৪টি টেস্ট। টেস্ট ক্যারিয়ারে প্রতি ৬ ইনিংস পরপরই শতকের দেখা পেয়েছেন স্মিথ। সে হিসাবে, আগামী ২৪ টেস্টে ৪৮ ইনিংস খেললে স্মিথ আরও ৮টি শতক করতে পারেন। যদিও ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে এসে স্মিথ সব টেস্ট খেলতে পারবেন কি না, সেটাও বড় প্রশ্ন।
উইলিয়ামসন আছেন কিছুটা বিপদে। টেস্ট অধিনায়কত্বের দায়িত্ব ছাড়া এই ক্রিকেটার দীর্ঘদিন ধরেই চোটে ভুগেছেন। ম্যাচ খেলছেন বেছে বেছে। ৩৩ বছর বয়সী উইলিয়ামসনের সামনে এফটিপি অনুযায়ী আগামী তিন বছরে আছে ২৩টি টেস্ট। চোটে ভোগা উইলিয়ামসন ক্যারিয়ার আর কত দিন টেনে নিতে পারবেন, সেটা একটা প্রশ্ন। যদি ধরেও নেওয়া হয়, উইলিয়ামসন অন্তত ২০টি টেস্ট খেলবেন। তাহলে গড়ে ৫.৪৮ ইনিংস পর শতক করা উইলিয়ামসন আগামী ২০ টেস্টে শতক পেতে পারেন কমপক্ষে ৭টি। তবে সবকিছু নির্ভর করছে তাঁর ফিটনেসের ওপর।
আগামী তিন বছরে রুটের সামনে টেস্ট আছে সবচেয়ে বেশি–৩৩টি। তাহলে প্রায় প্রতি ৮ ইনিংস পর শতক করা রুট এখনো কমপক্ষে ৮টি শতকের দেখা পেতে পারেন। তবে রুটের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের বাজবল খেলার কৌশলকেও মাথায় রাখতে হবে। কারণ, দ্রুত রান তোলার পথে বড় ইনিংসে ঝুঁকি বাড়ে। তবে রুটের ক্ষেত্রে আশার কথা হলো, বড় কোনো চোটের সঙ্গে তাঁর সখ্য নেই।
ফ্যাব ফোরের মধ্যে সবচেয়ে কম শতকের মালিক কোহলির চেয়ে বাকি ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ শতকের মালিক চেতেশ্বর পূজারা পিছিয়ে ১০টি শতক ব্যবধানে। কোহলিও সামনে বেছে বেছে ক্রিকেট খেলতে পারেন। ভারতের সামনে এখন থেকে আগামী তিন বছরে আছে ২৭টি ম্যাচ। এর মধ্যে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সামনের ২টি টেস্টে খেলবেন না, না-ও খেলতে পারেন পঞ্চম টেস্টেও। সে ক্ষেত্রে কোহলির সামনে ম্যাচ আছে ২৪টি। এর মধ্যে কোহলি যদি ২০টি টেস্টেও খেলেন, তাহলে তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ারে শতক পাওয়ার গড় (৬.৫৯) হিসাবে, তিনি আরও ৬টি শতক পেতে পারেন। যদিও এগুলো শুধুই সংখ্যা। কোহলিদের এভাবে সংখ্যার প্যাঁচে ফেলা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, তাঁদের মতো ব্যাটসম্যানের সামর্থ্যের পুরোটা আসলে কোন উচ্চতা, সেটি কেউ জানে না। বর্তমানে খেলে যাচ্ছেন, এমন ক্রিকেটারদের মধ্যে কেউ কি ফ্যাব ফোরকে ছাড়িয়ে যেতে পারবেন? উত্তর দেওয়া মুশকিল। তবে পরিসংখ্যান বলছে, এই চারজনকে আপাতত কেউ ছাড়াতে পারছেন না। কারণ, ফ্যাব ফোরের মধ্যে সবচেয়ে কম শতকের মালিক কোহলির চেয়ে বাকি ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ শতকের মালিক চেতেশ্বর পূজারা পিছিয়ে ১০টি শতক ব্যবধানে। টেস্ট দল থেকে বাদ পড়া এই ক্রিকেটারের শতক ১৯টি। পূজারার পর সর্বোচ্চ শতক দিমুথ করুনারত্নের। ৩৫ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের শতক ১৬টি। গত বছরের সেরা টেস্ট ক্রিকেটার উসমান খাজার শতক আছে ১৫টি। তবে ৩৭ বছর বয়সী খাজা আছেন ক্যারিয়ারের শেষ পর্যায়ে। ফ্যাব ফোরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জটা তাই নিতে হতে পারে উঠতি কোনো ক্রিকেটারকে, কিংবা এই প্রজন্মের ক্রিকেটারদের। তবে টেস্ট থেকে তাঁদের নজর ফেরাতে টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোও কিন্তু আছে!

এশিয়ান কাপ: রোমাঞ্চকর ম্যাচে ইরানকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় ফাইনালে কাতার

আপনজন ডেস্ক: ইরানকে ৩-২ গোলে হারিয়ে এশিয়ান কাপের ফাইনালে চলে গেছে স্বাগতিক ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কাতার। বুধবার দোহায় খ্যাপাটে এক ম্যাচে ৮২তম মিনিটে জয়সূচক গোল পায় কাতার। স্বাগতিকদের হয়ে গোলটি করেন আলমুইজ আলী।
সর্বশেষ বিশ্বকাপে দেশের মাটিতে তিনটি ম্যাচই হেরেছিল কাতার। বিশ্বকাপের ইতিহাসে কোনো স্বাগতিক দলের সবচেয়ে বাজে পারফরম্যান্স ছিল সেটিই। তবে সে স্মৃতিকে চাপা দিয়ে আল থুমামা স্টেডিয়ামের প্রায় ৪০ হাজার দর্শকের সামনে আজ উল্লাসে মেতেছে দলটি। আগামী শনিবার ফাইনালে জর্ডানের মুখোমুখি হবে কাতার।
ম্যাচের চতুর্থ মিনিটেই সরদার আজমুনের গোলে এগিয়ে যায় ইরান। তবে জাসেম গাবেরের শট ইরানের সাঈদ এজাতোলাহির গায়ে লেগে জালে ঢুকলে দ্রুতই সমতায় ফেরে কাতার। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগে টুর্নামেন্টে এরপর নিজের পঞ্চম গোল করে কাতারকে এগিয়ে নেন আকরাম আফিফ। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য আলীরেজা জাহানবখশের পেনাল্টি থেকে পাওয়া গোলে সমতায় ফেরে ইরান। ৮২ মিনিটে এরপর জয়সূচক গোলটি করেন আলমুইজ। ২০১৯ সালে তাঁর এশিয়ান কাপের রেকর্ড ৯ গোলে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতেছিল কাতার, কিন্তু এবার সেমিফাইনালের আগে মাত্র ১টি গোল করেছিলেন তিনি। তাঁর শেষ দিকের গোলেই ১৯৭৬ সালের পর আরেকটি এশিয়ান কাপের শিরোপা জয়ের অপেক্ষা বেড়েছে ইরানের। যোগ করা সময়ে শোজায়ি খলিলজাদেহ লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ম্যাচে ফেরা আরও কঠিন হয়ে পড়ে ইরানের। শেষ মিনিটে অবশ্য দারুণ সুযোগ পেয়েছিল তারা, তবে জাহানবখশের শট ফিরে আসে পোস্টে লেগে।
ম্যাচে অবশ্য সেটিই ইরানের একমাত্র আক্ষেপ নয়। আজমুন লিড এনে দেওয়ার পর সেটি দ্বিগুণ করার সুযোগ পেয়েছিল তারা। তবে জাহানবখশের বাড়িয়ে দেওয়া বল থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন মেহদি তারেমি। এরপর ১৭তম মিনিটে সময় ফেরে কাতার। যদিও সেটির বিল্ডআপে ফাউল হয়েছিল বলে মত ইরানিদের।
সুযোগ মিস করেছে কাতারও। প্রথম গোলের পর আফিফ সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু ইরান গোলরক্ষক আলীরেজা বিরানভান্দকে একা পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। অবশ্য ৪৩তম মিনিটে গিয়ে আর ভুল করেননি তিনি। প্রথমার্ধের পর আরও গুছিয়ে খেলা ইরান সমতায় ফেরে দ্বিতীয়ার্ধের ষষ্ঠ মিনিটেই। কাতার ডিফেন্ডার আহমেদ ফাতেহির হ্যান্ডবলের সৌজন্যে ও ভিএআরের সহায়তায় পেনাল্টি পায় তারা। পেনাল্টি থেকে ভুল করেননি জাহানবখশ। অবশ্য কাতারের শেষ গোলেও আছে বিতর্ক। অফসাইড মনে হলেও সে গোল শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয়। ৯০ মিনিটের পর প্রায় ১৭ মিনিট ইনজুরি টাইম দেওয়া হলেও আর গোল করতে পারেনি ইরান।

অলিম্পিকের পদকে থাকছে আইফেল টাওয়ারের অংশবিশেষও। প্যারিস অলিম্পিকের পদক। ষড়ভুজ আকৃতির অংশটি বানানো হয়েছে আইফেল টাওয়ারের পরিত্যক্ত ধাতু দিয়ে

চেলসির জয়ে পচেত্তিনোর স্বস্তি, ক্ষমা চাইলেন সিলভার স্ত্রী

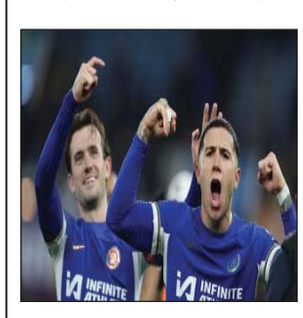

আপনজন ডেস্ক: অ্যাস্টন ভিলার মাঠে গতকাল রাতে এফএ কাপ চতুর্থ রাউন্ডের 'রিপ্লে' ম্যাচে চেলসি মাঠে নামার আগেই ক্ষমা চেয়েছেন ইসাবেল সিলভা। তিনি বেলে সিলভা নামেও পরিচিত। চেলসি ডিফেন্ডার থিয়াগো সিলভার স্ত্রী, সেটাও তাঁর আরেক পরিচয়। রোববার প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠে উলভারহ্যাম্পটনের কাছে চেলসির ৪-২ গোলে হারের পর স্টামফোর্ড ব্রিজের ক্লাবটির কোচের পদত্যাগ চেয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট করেছিলেন বেলে সিলভা।
গত ২৬ জানুয়ারি এফএ কাপে চতুর্থ রাউন্ডে চেলসি–ভিলা ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছিল। এরপর গতকাল রাতে রিপ্লে ম্যাচে ভিলার মাঠে ৩-১ গোলের জয়ে পঞ্চম রাউন্ডে উঠেছে চেলসি। এই জয়ে কাঁধের ওপর চেপে বসা চাপটাও কমালেন দলটির আর্জেন্টাইন কোচ মরিসিও পচেত্তিনো। ভিলার মুখোমুখি হওয়ার আগে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বশেষ তিন ম্যাচে জয়বঞ্চিত ছিল চেলসি। এর মধ্যে প্রিমিয়ার লিগে সর্বশেষ দুই ম্যাচেই হার। পচেত্তিনোর চাকরি নিয়ে টানাটানির ফিসফাসও শুরু হয়েছিল। আর্জেন্টাইন এই কোচ নিজেই জানিয়েছিলেন, চেলসিতে চাকরি টিকিয়ে রাখার ভাবনায় তিনি মাথার চুল ফেলবেন না। চেলসির মালিক নাকি ফোনে তাঁকে সমর্থন দিয়েছেন বলেও জানিয়েছিলেন পচেত্তিনো।

রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে খেলবেন রোনালদো

আপনজন ডেস্ক: ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল- দীর্ঘ ৯ বছর রিয়াল মাদ্রিদে ছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। লস ব্লাঙ্কোদের রয়্যাল হোয়াইট জার্সি গায়েই বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন পর্তুগিজ সুপারস্টার। ক্লাব ক্যারিয়ারের গোল্ডেন পিরিয়ডে অর্জন করেন অজস্র স্বীকৃতি। সান্তিয়াগো বার্নাব্যু ছাড়ার ৫ বছর পেরোনো রোনালদো পেয়েছেন পুরনো ক্লাবের নিমন্ত্রণ। একা নয়; তার বর্তমান ক্লাব আল নাসর এফসিসহ স্পেন সফর করতে পারেন সিআরসেভেন। স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা জানিয়েছে, রিয়ালের নতুন মাঠ 'নিউ সান্তিয়াগো বার্নাব্যু'তে প্রীতি ম্যাচে আমন্ত্রিত হয়েছে রোনালদোর ক্লাব আল নাসর। ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদের স্টেডিয়াম সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর সংস্কার কাজ করা হয়। নতুন স্টেডিয়ামের উদ্বোধন উপলক্ষ্যেই আল নাসরের মুখোমুখি হতে চায় রিয়াল মাদ্রিদ। অ্যারাবিয়ান সাংবাদিক সৌদ আল সারামির বরাত দিয়ে মার্কার প্রতিবেদনে বলা হয়, নতুন সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে রোনালদোর ক্লাব আল নাসর এফসিকে প্রীতি ম্যাচ খেলার আমন্ত্রণ জানিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। সংস্কার কাজ শেষ হলেও নতুন স্টেডিয়ামের উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারণ করেনি রিয়াল কর্তারা।
মার্কা জানিয়েছে, ২০২৫ সালের শুরুতে হতে পারে নিউ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর উদ্বোধন। এরপরই মঞ্চস্থ হতে পারে রিয়াল বনাম আল নাসর ম্যাচ।
রিয়াল মাদ্রিদে ৯ বছরের ক্যারিয়ারে ৪৩৮ ম্যাচে ৪৫০ গোল করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ক্লাবটির সর্বোচ্চ গোলদাতা পর্তুগিজ মহাতারকা। রিয়ালের হয়ে চারটি চ্যাম্পিয়নস লীগ, ২টি করে লা লিগা, কোপা দেল রে এবং স্প্যানিশ সুপার কাপ, তিনটি করে ইউরোপিয়ান সুপার কাপ এবং ক্লাব বিশ্বকাপ জেতেন রোনালদো। রিয়াল মাদ্রিদে খেলার সময়ই ৪টি ব্যালন ডি'অর জেতেন পাঁচবারের বর্ষসেরা রোনালদো।

ইছাখালি আল ইখলাস অ্যাকাডেমীর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪

নিজস্ব প্রতিবেদক●মুর্শিদাবাদ
আপনজন: 'শারীরিক অনুশীলন -ক্লান্তির ঘটায় অবসান -দেহ প্রাণে আনে নব উদ্যম-সুস্থ ও সতেজ হয় মন"-এই থীমকে সামনে রেখে আজ ইছাখালি আল ইখলাস অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪'। ৩০ টি ইভেন্ট আজ সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ১০০ মিটার দৌড়,আলুদৌড়,ব্যাঙদৌড়,বিস্কুট, কমলালেবু দৌড়, বিষাক্ত বল,বালিশ পেটানো, দড়ি খেলা, মোরগ লড়াই,বেলুন ফাটানো, বস্তা দৌড়,ছুচ সুতো,চামচ দৌড়-প্রভৃতি ৩০ টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন একাডেমীর প্রধান শিক্ষক মো:নিজামুদ্দিন, বিদ্যালয়ের ক্যাসিয়ার মো: কুতুবউদ্দিন,। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ডা মাসুদ হাসান ,রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নাজিম জামায়াতে ইসলামী হিন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**